Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Bhadra 19, 1433 Bangla, September 03, 2026, Thursday, No. 240, 56th year

H I G H L I G H T S

Prime Minister Tarique Rahman has informed that government has planned to provide technical and vocational training to Qawmi madrasa students to create employment opportunities for them. [R. Today: 21]

Tarique Rahman has said, government has drawn up a 10-year master plan for energy and power sector to transform Bangladesh into a $1 trillion economy by 2034. [Jago FM: 14]

President Mirza Fakhrul Islam Alamgir has urged United States to review and simplify its existing visa bond system for Bangladeshi businessmen and tourists. [BBC: 04]

State Minister for Power, Energy and Mineral Resources has informed that country's existing power situation would improve within next 15 days as govt. efforts are underway to address fuel supply issue. [Jago FM: 15]

Indian High Commissioner to Bangladesh has said, New Delhi is interested to build people-centric relations with Dhaka. [Jago FM: 16]

Interpol has issued Red Notices against two former army personnel suspected of involvement in murder of college student Sohagi Jahan Tonu in Cumilla. [Jago FM: 16]

Bangladesh Mahila Parishad has reported that 55 women and girls have been killed and 54 raped across country in August last. [DW: 10]

Four more people have died with suspected measles in country. [BBC: 06]

Iran has described US attack on Tehran as a "war crime" & stated that it is an "unlawful war of choice". [BBC: 07]

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
ভাদ্র ১৯, বাংলা ১৪৩৩, সেপ্টেম্বর ০৩, ২০২৬, বৃহস্পতিবার, নং- ২৪০, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ চালুর পরিকল্পনা করছে সরকার। [রে. টুডে: ২১]

তারেক রহমান জানিয়েছেন, আগামী ২০৩৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত করার লক্ষ্যে ১০ বছরের জন্য জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে মেগা পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। [জাগো এফএম : ১৪]

রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বাংলাদেশের ব্যবসায়ী ও পর্যটকদের জন্য যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণের ক্ষেত্রে বর্তমানে চালু ভিসা বন্ড, ব্যবস্থা পর্যালোচনা ও সহজ করতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। [বিবিসি: ০৪]

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী বলেছেন , কারিগরি সমস্যার সমাধান এবং সরকারের নেওয়া পদক্ষেপের ফলে আগামী ১৫ দিনের মধ্যেই দেশের বিদ্যুৎ পরিস্থিতির লক্ষণীয় উন্নতি হবে। [জাগো এফএম : ১৫]

ঢাকা ও নতুন দিল্লীর মধ্যে জনগণকেন্দ্রিক সম্পর্ক তৈরিতে ভারত সরকার আগ্রহী বলে জানিয়েছেন দেশটির হাইকমিশনার। [জাগো এফএম: ১৬]

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী সোহাগী জাহান তনু হত্যা মামলায় সন্দেহভাজন সাবেক দুই সেনা সদস্যের বিরুদ্ধে রেড নোটিশ জারি করেছে ইন্টারপোল। [জাগো এফএম: ১৬]

গত মাসে দেশে অন্তত ৫৫ নারী ও কন্যাশিশু হত্যা, ৫৪ জনকে ধর্ষণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ। [ডয়চে ভেলে: ১০]

সারাদেশে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও চারজনের মৃত্যু। [বিবিসি: ০৬]

ইরানের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের হামলাকে 'যুদ্ধাপরাধ' হিসেবে উল্লেখ করে দেশটি বলেছে, এটি ”ইচ্ছাকৃতভাবে বাধানো একটি বেআইনি যুদ্ধ„। [বিবিসি: ০৭]

বিবিসি

বিদেশে শ্রমিক হিসেবে গেলে কোন কোন প্রশিক্ষণ কাজে লাগতে পারে

বাংলাদেশের সরকারি হিসাব অনুযায়ী, প্রায় এক কোটি ৩৯ লাখ বাংলাদেশি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অভিবাসী শ্রমিক হিসেবে কাজ করছে। এর মধ্যে গত বছর, অর্থাৎ ২০২৫ সালেই বিদেশে গেছে প্রায় ১১ লাখ ২৮ হাজার বাংলাদেশি। বিদেশে থাকা শ্রমিকদের বেশিরভাগই আছেন মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সৌদি আরবে। গত বছরেই এই দেশটিতে গেছে প্রায় সাড়ে সাত লাখ বাংলাদেশি। এরপরের স্থানে ছিল কাতার, যেখানে গেছেন এক লাখের কিছু বেশি শ্রমিক। কর্মকর্তারা বলছেন, গত বছর মোট যত শ্রমিক বিদেশে গেছেন, তার মধ্যে ৭৭ শতাংশই কম দক্ষ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রবাসী কল্যাণমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী সম্প্রতি ঢাকায় এক অনুষ্ঠানে বলেছেন, বিদেশি নিয়োগকর্তারা যে ধরনের কর্মীর চাহিদা দেন, অনেক ক্ষেত্রে সেই দক্ষতার কর্মীই বাংলাদেশ থেকে পাঠানো হয় না। এমন সমস্যা সমাধানে নতুন পদ্ধতি চালুর কথা জানিয়ে তিনি বলেছেন, কোনো দেশ নির্দিষ্ট দক্ষতার কর্মী চাইলে সেই দেশের নিয়োগকর্তার প্রতিনিধি বা প্রশিক্ষক বাংলাদেশে এসে প্রশিক্ষণ যাচাই করবেন। তারা প্রশিক্ষণে সন্তুষ্ট হওয়ার পর কর্মী নিয়োগ করবেন। বাংলাদেশ থেকে ছয় হাজার চালক সংযুক্ত আরব আমিরাতের নেওয়ার ক্ষেত্রে এমন পদ্ধতি চালু হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। এ খাতের সাথে সংশ্লিষ্টরা বলছেন, কোন শ্রমবাজারে কোন ধরনের জনবল প্রয়োজন, সেটি পর্যালোচনা করে সম্ভাব্য কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিতে পারলে বৈদেশিক কর্মসংস্থানে আরও অনেক ভালো করার সুযোগ আছে বাংলাদেশের সামনে। তাদের মতে, কেয়ারগিভার, নার্স, চিকিৎসক ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীসহ চাহিদাভিত্তিক দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে সরকারকেই বিনিয়োগ বাড়াতে হবে, কারণ তারা মনে করেন ভবিষ্যতে বহু দেশে এসব পেশার চাহিদা আরও অনেক বাড়বে।

দক্ষতা বাড়ানো হবে কীভাবে

সরকারি হিসাবে এ মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক শ্রমিক আছে সৌদি আরবে। এরপর সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, ওমান, কাতার, বাহরাইন, লেবানন, জর্ডান, লিবিয়া, সুদান, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, যুক্তরাজ্য, ইতালি ও জাপানসহ বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশি শ্রমিকরা কাজ করছে। জাতীয় সংসদে গত ৯ জুলাই প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রবাসী কল্যাণমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী এক প্রশ্নের জবাবে জানিয়েছিলেন যে, আগামী পাঁচ বছরে বিদেশে এক কোটি দক্ষ কর্মী পাঠানোর পরিকল্পনা নিয়েছেন তারা। সারাদেশে ১১০টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৫৫টি কর্মসংস্থান উপযোগী স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি কোর্সে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে সরকারিভাবে। এছাড়া নির্বাচনের আগে বিএনপির পক্ষ দলটির চেয়ারম্যান তারেক রহমান যে নির্বাচনি ইশতেহার ঘোষণা করেছিলেন সেখানে বলা হয়েছিল, প্রতি বছর গড়ে ২০ লাখ মানুষের বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। এ জন্য তিনি প্রয়োজনীয় ভাষা ও দক্ষতা প্রশিক্ষণ দেশব্যাপী সম্প্রসারণের পরিকল্পনার কথা বলেছিলেন। অভিবাসীদের প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান প্রক্রিয়ার সাথে জড়িতরা বলছেন, বিদেশে কারিগরিভাবে দক্ষ শ্রমিকদের চাহিদা বাড়ছে এবং এ চাহিদা মেটাতে পারলে সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী শ্রমিক পাঠানো খুব একটা কঠিন কাজ হবে না।

জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো বা বিএমইটির সাবেক পরিচালক (প্রশিক্ষণ) নূরুল ইসলাম বিবিসি বাংলাকে বলছেন, দেশ থেকে যত শ্রমিক বিদেশে গেছে তার ৪৬ শতাংশই কম দক্ষ ক্যাটাগরির। তিনি জানিয়েছেন, বিদেশে থাকা বাংলাদেশি কর্মীদের মধ্যে ১০-১২ শতাংশ স্কিলড বা দক্ষ, ৪১ শতাংশ সেমি স্কিল বা আধা দক্ষ, ৪৬ শতাংশ লেস স্কিল বা কম দক্ষ। এর বাইরে ১/২ শতাংশ আছে প্রফেশনাল বা পেশাদার পর্যায়ের। জানা গেছে, বেসিক, মিড লেভেল ও অ্যাডভান্সড লেভেলের কাজে বিদেশে কর্মসংস্থান হয়ে থাকে। এর মধ্যে বেসিক কাজের মধ্যে মূলত নির্মাণ খাতের কাজ যেমন প্লাম্বার, ইলেক্ট্রিশিয়ান বা মেকানিকস বা এ ধরনের কাজেই বেশি লোকজন যায়। আর মিড লেভেলের কাজ বলতে অটোমেকানিকস কিংবা অ্যাডভান্স ওয়েল্ডিংয়ের মতো কাজকে বোঝানো হয়। এছাড়া অ্যাডভান্সড লেভেল যেমন আইটি সেক্টরে প্রোগ্রামিং বা সাইবার সিকিউরিটির মতো কাজে পেশাদার পর্যায়ে কর্মীর জন্য ভালো চাহিদাই পাওয়া যাচ্ছে বলে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

কোন ধরনের কারিগরি শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ দরকার

বিএমইটির সাবেক পরিচালক নূরুল ইসলাম বলছেন, বাংলাদেশি কর্মীরা বিদেশে দুশোর মতো পেশায় কাজ করেন। ”এর মধ্যে লোয়ার লেভেলেই বেশি। মূলত মধ্যপ্রাচ্যের ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টগুলোতে ওয়ার্কার হিসেবে কাজের সুযোগই বেশি পান শ্রমিকরা।„ তিনি বলছেন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, কানাডা ও বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় বাংলাদেশে শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ কাঠামো তৈরি হয়েছে। সরকারি উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন জায়গায় যে-সব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো হয়েছে সেগুলোও ভালো ভূমিকা রাখছে। ”এখন কর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক মানের কারিকুলাম আছে। শিক্ষক প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়েছে। সেজন্য বিদেশে যাওয়ার আগে দক্ষতা অর্জনের প্রবণতা বেড়েছে। তবে সমস্যা হলো বাংলাদেশের প্রশিক্ষণকেন্দ্রগুলোর সনদের আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা নেই। এটি নিশ্চিত করা গেলে বাংলাদেশ শ্রমবাজারে আরও শক্ত অবস্থান তৈরি করতে পারবে,„ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি। এদিকে

বিদেশে যেতে ইচ্ছুক কর্মীদের লক্ষ্য করে সারাদেশে অনেকগুলো জেলায় কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র করা হয়েছে গত এক দশকে। চাঁদপুর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শিরিন আক্তার বলছেন, এই কেন্দ্রগুলোয় ড্রাইভিং, ইলেকট্রিক্যাল কাজ, আইটি সাপোর্ট ও কম্পিউটার, গ্রাফিকস ডিজাইন, সুইং মেশিন অপারেট করা, কনস্ট্রাকশনের বিভিন্ন কাজ, অটোমোবাইল, মেশিন টুলস অপারেশন, টেইলারিং অ্যান্ড ড্রেস ফিটিং এবং জাপানিজ ভাষা শেখানোসহ আরও কিছু বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।„ "যারা বিদেশে যাওয়ার পরিকল্পনা করে তারা নিজ উদ্যোগে এসেই পছন্দের কোর্সে ভর্তি হয়ে দক্ষতা অর্জন করে। এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যায় কেন্দ্রে আসছে সম্ভাব্য বিদেশগামীরা,„ বিবিসি বাংলাকে বলেছেন তিনি। যদিও বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সিজ বা বায়রার সাবেক মহাসচিব আলী হায়দার চৌধুরী বলছেন, কোন ধরনের কারিগরি শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ দরকার, সেটি নির্ভর করে একজন কর্মী কোন দেশে কোন ধরনের কাজে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন। "আমাদের মূল বাজার মধ্যপ্রাচ্য। এখানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল কনস্ট্রাকশন ও মেকানিক্যাল কাজের জন্য কর্মী চাহিদা বেশি। এখন যেমন আমরা মেকানিক্যাল ওয়েল্ডিংয়ের জন্য চাহিদা বেশি পাচ্ছি। বিশেষ করে সৌদি আরবে ২০৩৪ সালের বিশ্বকাপ ফুটবলকে সামনে রেখে ব্যাপক নির্মাণকাজ শুরু হচ্ছে। আবার ইউরোপের বাজারে কেয়ারগিভার কিংবা এগ্রো ফিল্ডের প্রাথমিক কাজ জানা লোকের চাহিদা বাড়ছে,„ বিবিসি বাংলাকে বলেছেন তিনি। মি. চৌধুরী বলেন, "জাপান ও কোরিয়ায় কাজের জন্য ভাষার দক্ষতার চাহিদা বাড়ছে। কোরিয়ায় শিপ বিল্ডিং কাজে ওয়েল্ডিং এর জন্য কর্মী চাহিদা আসছে। এগুলোর জন্য প্রশিক্ষণ দিতে পারলে বাংলাদেশি কর্মীদের সুযোগ বাড়বে। নিত্য নতুন প্রযুক্তি আসছে সেগুলোর জন্যও প্রস্তুতি নিতে হবে।„(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০২.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

চিকিৎসা শেষে দেশে ফিরেছেন মীর্জা আব্বাস

বিদেশে চিকিৎসা শেষে দেশে ফিরেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা মীর্জা আব্বাস। তিনি ঢাকা-৮ আসনের সংসদ সদস্য। বিএনপির মিডিয়া উইং থেকে বুধবার রাতে জানানো হয়, মি. আব্বাস ও তার পরিবারের সদস্যরা দেশে এসে পৌঁছেছেন। উল্লেখ্য, গত **১১** মার্চ ইফতারের সময় পানি পান করতে গিয়ে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে জ্ঞান হারান মীর্জা আব্বাস। পরে তার অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় গভীর রাতে তাকে ঢাকার বেসরকারি একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। **১৫** মার্চ শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে তাকে সিঙ্গাপুরে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসা নেওয়ার পর আরো চিকিৎসার জন্য তাকে মালয়েশিয়ায় নেওয়া হয়েছিল।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০২.০৯.২০২৬ নারগীস)

বিয়ের অনুষ্ঠানে হামলার খবর 'খতিয়ে দেখছে' সেন্টকম

মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ইরানের সিরিক কাউন্টির কুহেস্তাকে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে মার্কিন হামলার বিষয়ে ইরানি গণমাধ্যমের প্রতিবেদনের ওপর একটি আপডেট বিবৃতি জারি করেছে। সেন্টকমের মুখপাত্র, যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর ক্যাপ্টেন টিম হকিন্স বলেছেন, সেন্টকম এই খবরগুলো "খতিয়ে দেখছে„। তিনি সেন্টকমের পূর্ববর্তী মন্তব্য পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, "আইআরজিসির মতো নয়, মার্কিন সামরিক বাহিনী কখনোই বেসামরিক নাগরিকদের লক্ষ্যবস্তু করে না„।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০২.০৯.২০২৬ নারগীস)

হরমুজ প্রণালিতে সৌদি জাহাজে দুইজন নিহত

হরমুজ প্রণালি অতিক্রম করার সময় সোমবার সৌদি আরবের একটি জাহাজ 'নিরাপত্তাজনিত ঘটনায়' দুইজন নিহত হয়েছেন বলে বুধবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স-এ একটি পোস্টে জানায় সৌদি আরবের জাতীয় জাহাজ কোম্পানি বাহরি। তারা নিশ্চিত করেছে, এই ঘটনায় দুইজন ফিলিপিনো নাবিক নিহত হয়েছেন। কোম্পানিটি জানিয়েছে, তারা "জাহাজটির সঙ্গে ক্রমাগত যোগাযোগ রাখছে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে নিবিড়ভাবে সমন্বয় করছে„। সৌদি আরবের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই হামলার জন্য ইরানকে দায়ী করেছে। একইসঙ্গে, জর্ডান, বাহরাইন ও কুয়েতকেও লক্ষ্যবস্তু করার জন্য ইরানের নিন্দা জানিয়েছে। এক্স এ শেয়ার করা এক বিবৃতিতে সৌদি মন্ত্রণালয়, এই অঞ্চলে উত্তেজনা হ্রাস এবং আলোচনায় ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছে।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০২.০৯.২০২৬ নারগীস)

যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণে ভিসা ব্যবস্থা সহজ করার আহ্বান রাষ্ট্রপতির

রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বাংলাদেশের ব্যবসায়ী ও প্রকৃত পর্যটকদের জন্য যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণের ক্ষেত্রে বর্তমানে চালু 'ভিসা বন্ড, ব্যবস্থা পর্যালোচনা ও সহজ করতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। বুধবার সকালে বঙ্গভবনে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি ক্রিস্টেনসেন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে রাষ্ট্রপতি এই আহ্বান জানান বলে একটি খবরে জানিয়েছে রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা বাসস। সাক্ষাৎকালে মার্কিন রাষ্ট্রদূত রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের জন্য মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান। রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের জ্বালানি, তথ্যপ্রযুক্তি, অবকাঠামো, স্বাস্থ্য, ও উচ্চপ্রযুক্তিনির্ভর শিল্পসহ অন্যান্য খাতে মার্কিন বিনিয়োগ বৃদ্ধির অনুরোধ করেন। একইসঙ্গে

তিনি রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ ও টেকসই প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করতে যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতা কামনা করেন।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০১.০৯.২০২৬ নারগীস)

হরমুজ প্রণালি দিয়ে 'রেকর্ড পরিমাণ' তেল রপ্তানির দাবি যুক্তরাষ্ট্রের

যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানি বিষয়ক মন্ত্রী ক্রিস রাইট সিএনবিসিকে জানিয়েছেন, হরমুজ প্রণালি দিয়ে তেল রপ্তানি প্রতিদিন এক কোটি ৭০ লাখ ব্যারেল ছাড়িয়ে গেছে গত সোমবার, যেটি গত ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে ইরান যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে একটি রেকর্ড। রাইট বলেন, মার্কিন সামরিক বাহিনী তেল ট্যাংকারগুলোকে প্রণালি পার হতে সহায়তা করায় ইরান "বিশ্ব অর্থনীতিকে জিম্মি করে রাখার„ ক্ষমতা হারাচ্ছে। তবে তিনি এটিও বলেছেন, তেহরান এখনো "কিছুটা ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে„। গত ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ইরানে হামলা চালানোর পর থেকে তেহরান হরমুজ প্রণালি কার্যত অবরুদ্ধ করে রেখেছে। এই জলপথ দিয়ে সাধারণত বিশ্বের প্রায় এক পঞ্চমাংশ তেল ও তরল প্রাকৃতিক গ্যাস পরিবাহিত হয়।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০১.০৯.২০২৬ নারগীস)

নেপালে আকস্মিক বন্যায় নিহতের সংখ্যা ১২০০ ছাড়ালো

নেপালের জাতীয় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, গত সপ্তাহে ভটেকোশী-ত্রিশূলি নদীতে আকস্মিক বন্যায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে এক হাজার ২০৪ জনে পৌঁছেছে। বুধবার সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, এখনো যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছেন এমন মানুষের সংখ্যা চার হাজার ২১৬ জন।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০১.০৯.২০২৬ নারগীস)

ইরানকে সমর্থন করা থেকে 'সবাইকে' বিরত থাকার আহ্বান যুক্তরাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রীর

নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে ইরানের "দম বন্ধ„ করে দেবে যুক্তরাষ্ট্র, এ কারণে তেহরানের সঙ্গে ব্যবসা বন্ধ করতে বন্ধু, শত্রু নির্বিশেষে সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট। ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে, মস্কো ইরানকে সমর্থন দিচ্ছে কি না, এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ইরান থেকে দূরে থাকাই 'সবার' প্রতি তার বার্তা। "এই সংঘাত অবসানের দ্রুততম উপায় হলো কেউ যেন এই সরকারকে (ইরান) কোনো ধরনের সহায়তা না করে,„ বলেন স্কট বেসেন্ট।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০১.০৯.২০২৬ নারগীস)

এলপিজি সিলিন্ডারের দাম কমেছে

সেপ্টেম্বর মাসের জন্য তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের (এলপিজি) দাম নির্ধারণ করে দিয়েছে বাংলাদেশের এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)। বুধবার নতুন মূল্য ঘোষণা করা হয়েছে। এটি সন্ধ্যা ছয়টা থেকেই কার্যকর হবে বলে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে বিইআরসি। বিইআরসির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, সেপ্টেম্বর মাসের জন্য ১২ কেজি এলপিজির দাম এক হাজার ৫৮৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। ১২ কেজি এলপিজি সিলিন্ডারের দাম গতমাসের তুলনায় ১৩ টাকা কমেছে। গত মাসে ১২ কেজির এলপিজি গ্যাসের দাম ছিল এক হাজার ৫৯৮ টাকা। একইসঙ্গে, ভোক্তাপর্যায়ের অটোগ্যাসের মুসকসহ মূল্য প্রতি লিটার ৭৩ দশমিক শূন্য ৯ টাকায় সমন্বয় করার তথ্য জানিয়েছে বিইআরসি।„(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০২.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

বোতলজাত সয়াবিন তেলের দাম বাড়লো

বোতলজাত সয়াবিন তেলের দাম লিটারে পাঁচ টাকা বাড়িয়েছে বাংলাদেশ সরকার। এর ফলে লিটার প্রতি সয়াবিন তেল ১৯৯ টাকা থেকে বেড়ে এখন ২০৪ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। বুধবার দুপুরে সচিবালয়ে ভোজ্যতেল ব্যবসায়ীদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত বৈঠকে নতুন এই দাম সমন্বয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পরে বিকেলে বাণিজ্য সচিব মো. আতাউর রহমান খান সাংবাদিকদের এই তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেন, "বাজারে কোনো সংকট দেখা দেয় নাই। আমাদের তো টিম বাজারে থাকে। বাজার মনিটর করে, মূল্য দেখে সবকিছুই দেখে। এই কথাগুলো একটু হয়ত চাউর হয়েছিল যে, বাজারে সংকট হতে পারে। কিন্তু এই পর্যন্ত, সংকটের কোনো তথ্য আমাদের কাছে নাই।„ একইসঙ্গে, পাম তেলের দাম অপরিবর্তিত থাকবে বলেও জানান তিনি। বৈঠকে আন্তর্জাতিক বাজার পরিস্থিতি, আমদানি ব্যয়, পরিবহণ খরচ বৃদ্ধি এবং দেশের বাজারে ভোজ্যতেলের বর্তমান মূল্য পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা শেষে সয়াবিন তেলের দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান বাণিজ্য সচিব। এর আগে, চলতি বছরের ২৬ এপ্রিল দেশের বাজারে সয়াবিন তেলের দাম বাড়ানো হয়েছিল। তখন প্রতি লিটারে চার টাকা বাড়িয়ে বোতলজাত সয়াবিন তেলের দাম ১৯৯ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছিল।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০২.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

সোলার প্যানেল উৎপাদনকারীদের কর ছাড় দেবে বাংলাদেশ সরকার

বাণিজ্যিকভাবে যারা বাংলাদেশে সোলার প্যানেল উৎপাদন করবেন, তাদের জন্য সেটির প্রায় সকল উপাদানের কর ছাড় দেওয়া হয়েছে বলে জাতীয় সংসদের অধিবেশনে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। বুধবার সংসদে এই কথা জানান প্রধানমন্ত্রী। এছাড়া লিথেনিয়াম ব্যাটারিও বাংলাদেশে যাতে উৎপাদিত হয় সে কারণে এই ক্ষেত্রেও কর ছাড় দেওয়ার সিদ্ধান্ত সরকার নিয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। তারেক রহমান বলেন, "যারা বাণিজ্যিকভাবে সোলার

প্যানেল এখানে উৎপাদন করবে, এই প্রায় প্রত্যেকটি উপাদানের ট্যাক্স সম্পূর্ণভাবে কাট ডাউন করা হয়েছে। একইসাথে লিথেনিয়াম ব্যাটারি যাতে এই দেশে উৎপাদিত হয়, সেইজন্য লিথেনিয়াম ব্যাটারির ক্ষেত্রেও একই পলিসি গ্রহণ করা হয়েছে।„ (বিবিসি ওয়েব পেজ : ০২.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

মধ্যপ্রাচ্যে থাকা মার্কিন নাগরিকদের সতর্ক থাকার আহ্বান

মধ্যপ্রাচ্যে ক্রমবর্ধমান অস্থিরতার মধ্যে `অপ্রত্যাশিত উত্তেজনা বৃদ্ধির সম্ভাবনা, সম্পর্কে সতর্ক করেছে আবুধাবিতে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস এবং দুবাইয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কনস্যুলেট জেনারেল। অঞ্চলটিতে অবস্থানরত মার্কিন নাগরিকদের `অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন, করার এবং সম্ভাব্য ফ্লাইট বাতিল, আকাশসীমা বন্ধ হয়ে যাওয়া ও অন্যান্য ভ্রমণ-সংক্রান্ত বিঘ্নতার জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে। সতর্কবার্তায় আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, অতীতেও মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের অন্যান্য স্থানে মার্কিন কূটনৈতিক স্থাপনাগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে। এতে সতর্ক করে বলা হয়েছে যে, ইরান এবং ইরান-সমর্থক গোষ্ঠীগুলো বিদেশে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালাতে পারে, যার মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানও অন্তর্ভুক্ত।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০২.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

আসিফ মাহমুদসহ চারজনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ অনুসন্ধানে দুদক

বাংলাদেশের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে সাবেক অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়াসহ চারজনের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন। বুধবার দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা আকতারুল ইসলাম বিবিসি বাংলাকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, সেসময় ওই মন্ত্রণালয়ে বদলি বাণিজ্য, নিয়োগ, পদায়ন-পদোন্নতিসহ নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগের অনুসন্ধান শুরু করেছে দুদক। এসব অভিযোগ অনুসন্ধানের জন্য চার সদস্যবিশিষ্ট অনুসন্ধান টিমও গঠন করা হয়েছে। মি. ভুঁইয়া ছাড়াও আরো যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের অনুসন্ধান হবে তারা হলেন- যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মাহবুব উল আলম, যুগ্মসচিব শেখ মোহাম্মদ জোবায়েদ হোসেন এবং একই মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মো. মাসুম আহমেদ।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০২.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

যুক্তরাষ্ট্রের হামলায় ইরানের বিপ্লবী গার্ডের চার সদস্য নিহত

ইরানের বিপ্লবী গার্ড কোরের (আইআরজিসি) জনসংযোগ দপ্তর এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের হামলায় কেরমানশাহ প্রদেশে আইআরজিসির চারজন সদস্য নিহত হয়েছেন। গত রাতে যুক্তরাষ্ট্রের হামলার পর কেরমানশাহর উপ-গভর্নর বলেছিলেন, কেরমানশাহ প্রদেশের কোনো স্থানই লক্ষ্যবস্তু করা হয়নি। ইরানি গণমাধ্যমের তথ্যমতে, দিয়ার শহরে সাইয়্যেদ আল-শোহাদা কোরের উপ-কমান্ডার আজ বলেছেন যে, লাভান দ্বীপে হামলায় `তিনজন বাসিজ সদস্য, নিহত এবং আরও কয়েকজন আহত হয়েছেন।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০২.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

হামের উপসর্গে আরো চারজনের মৃত্যু

বাংলাদেশে ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গে আরো চারজন মারা গেছে। এর মধ্যে ঢাকা জেলায়ই মারা গেছে তিনজন, বাকি একজন ময়মনসিংহে। বুধবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। এতে বলা হয়েছে, গত ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত হামের উপসর্গে ৮৮৪ জন মারা গেছে। একইসময়ে, নিশ্চিত হামে মৃত্যু হয়েছে ৯৯ জনের। গত ২৪ ঘণ্টায় হামে আক্রান্ত হয়েছে ৬৩ জন। গত ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত হামে আক্রান্ত হয়েছে ১৯ হাজার ৪৪৭ জন। আর গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গে আক্রান্ত হয়েছে এক হাজার ৩৪ জন। গত ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত হামের উপসর্গে এক লাখ ৬০ হাজার ১৮৪ জন আক্রান্ত হয়েছে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০২.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

বাংলাদেশের যেসব অঞ্চলে ঝড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টির পূর্বাভাস

ঢাকা, কুমিল্লা, চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশের ১২টি অঞ্চলের ওপর দিয়ে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত ঝড়ো হাওয়াসহ অস্থায়ীভাবে বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। বুধবার সহকারী আবহাওয়াবিদ কাজী জেবুন্নেছা স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, পাবনা, ঢাকা, ফরিদপুর, যশোর, কুষ্টিয়া, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালি, নোয়াখালি, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার অঞ্চলের ওপর দিয়ে দক্ষিণ বা দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ৪৫ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে দমকা অথবা ঝড়ো হাওয়াসহ অস্থায়ীভাবে বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এসব এলাকার নৌবন্দরগুলোকে এক নম্বর স্থানীয় সংকেত দেখানোর নির্দেশ দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। এর আগে, সকালে দেওয়া এক পূর্বাভাসে জানানো হয়, বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট সুস্পষ্ট লঘুচাপের কেন্দ্র বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। তবে দুপুরে আবহাওয়াবিদ আবুল কালাম মল্লিক জানান, সুস্পষ্ট লঘুচাপটি বাংলাদেশের জন্য এখন গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে, এই কারণে সমুদ্র বন্দরগুলোর স্থানীয় সতর্ক সংকেত তুলে নেওয়া হয়েছে। এছাড়া আরেকটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, আগামী পাঁচদিন দেশে বৃষ্টিপাতের প্রবণতা থাকতে পারে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০২.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

তেহরানে নতুন হামলার কারণে যুক্তরাষ্ট্রকে 'শয়তান, বললো ইরান

যুক্তরাষ্ট্র আবার তেহরানে হামলা চালানোয় তাদের 'মহা শয়তান, বলে উল্লেখ করেছেন ইরানের শীর্ষ আলোচক মোহাম্মদ বাঘের গালিবাফ। ইরানি রেড ক্রিসেন্ট জানিয়েছে, একটি বাড়িতে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় পাঁচজন নিহত এবং ৫০ জনের বেশি আহত হয়েছেন। ওই বাড়িতেই বিয়ের অনুষ্ঠান চলছিল। নিহতদের মধ্যে একটি শিশুও ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, তারা এ ধরনের প্রতিবেদনের বিষয়ে অবগত, তবে তারা কখনও বেসামরিক লোকজনকে লক্ষ্য করে হামলা চালায়নি। আজ সকালে এক্সে দেওয়া এক পোস্টে গালিবাফ যুদ্ধ শুরুর পর থেকে বেসামরিক নিহতদের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন, যার মধ্যে মিনাবের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঘটনাও রয়েছে। তিনি বলেন, "যদি কোনো শক্তি শয়তানের মতো আচরণ করে... তবে সেটি শয়তান।„ যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) জানিয়েছে, হরমুজ প্রণালিতে বাণিজ্যিক নৌযান এবং অঞ্চলে অবস্থানরত মার্কিন বাহিনীর বিরুদ্ধে ইরানের অভিজাত ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কোরের (আইআরজিসি) 'সাম্প্রতিক হামলার প্রচেষ্টার, পর ইরানে এসব হামলা চালানো হয়েছে। এরপর থেকে তেহরান জর্ডান, কুয়েত, ইরাক এবং বাহরাইনে যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্যবস্তুতে একাধিক হামলা চালিয়েছে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০২.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

বিয়ের অনুষ্ঠানে মার্কিন হামলাকে 'যুদ্ধাপরাধ' বলছে ইরান

ইরানের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের হামলাকে 'যুদ্ধাপরাধ' হিসেবে উল্লেখ করে দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইসমাইল বাকাই বলেছেন, এটি "ইচ্ছাকৃতভাবে বাধানো একটি বেআইনি যুদ্ধ„। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স-এ দেওয়া এক পোস্টে, তিনি দক্ষিণ ইরানে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে চারজন নিহত হওয়ার একটি ভিডিও শেয়ার করেন। তিনি লিখেছেন, "ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের অবৈধ যুদ্ধ গত রাতে উন্মোচিত হয়েছে।„ পরে আরেকটি পোস্টে বাকাই আরো বলেন, ভিডিওটি "যুদ্ধাপরাধের আসল চেহারা তুলে ধরেছে„। ইরানি রেড ক্রিসেন্ট জানিয়েছে, দক্ষিণ ইরানে মার্কিন একটি ক্ষেপণাস্ত্রের স্প্লিন্টার একটি বাড়িতে আঘাত হানলে বিয়ের অনুষ্ঠানে একজন শিশুসহ চারজন নিহত হন। মার্কিন সামরিক বাহিনী বলেছে, তারা এই হামলা সংক্রান্ত প্রতিবেদন সম্পর্কে জানে, কিন্তু তারা কখনোই বেসামরিক নাগরিকদের লক্ষ্য করে হামলা চালায় না।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০২.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

বুড়িগঙ্গার তীর থেকে ১৫ দিনের মধ্যে বর্জ্য অপসারণের নির্দেশ হাইকোর্টের

বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে থাকা সব প্লাস্টিকসহ অন্যান্য বর্জ্য ১৫ দিনের মধ্যে অপসারণ করার নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। নদীর লালবাগ ও কামরাঙ্গীরচর থানার ইসলামবাগ এলাকা থেকে বর্জ্য সরানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশের এক আবেদনের প্রেক্ষিতে বুধবার হাইকোর্টের একটি দ্বৈত বেঞ্চ এই আদেশ দিয়েছেন। পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, বিআইডব্লিউটিএ চেয়ারম্যান, ঢাকার জেলা প্রশাসক, লালবাগ এবং কামরাঙ্গীরচর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদেরকে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে এই আদেশ বাস্তবায়ন করতে হবে। একইসাথে, ওই আদেশ বাস্তবায়ন করে চার সপ্তাহের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। শুনানিতে আইনজীবী মনজিল মোরসেদ বলেন, "বুড়িগঙ্গার পানি দূষণের কারণে ঢাকার পরিবেশ মারাত্মক দূষিত হচ্ছে। এইচআরপিবির দায়ের করা মামলায় হাইকোর্ট অনেকগুলা নির্দেশনা দিয়েছেন, তা সত্ত্বেও ঢাকার ইসলামবাগ এলাকায় নদীর তীরে শত শত প্লাস্টিক বর্জ্য ফেলে রাখা হয়েছে যা চূড়ান্তভাবে বুড়িগঙ্গার পানিতে পড়ে দূষণ বৃদ্ধি পাবে।„ শুনানি শেষে বর্জ্য অপসারণের ওই আদেশ দিয়েছে হাইকোর্ট।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০২.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

একশো গ্রাম প্লাস্টিক জমা দিলে বিনামূল্যে চিড়িয়াখানা দেখার সুযোগ

চট্টগ্রামে একজন শিক্ষার্থী একশো গ্রাম প্লাস্টিক বা পলিথিন জমা দিয়ে বিনামূল্যে চিড়িয়াখানায় ঢুকতে পারবে- এমন অভিনব নিয়ম চালু করেছে কর্তৃপক্ষ। চিড়িয়াখানার কিউরেটর মো. শাহাদাত হোসেন শুভ জানিয়েছেন, বিকেলে নতুন এই নিয়মটি উদ্বোধন করা হয়েছে। তিনি জানান, পরিবেশ রক্ষা এবং বিনামূল্যে চিড়িয়াখানার নানা প্রজাতির পশুপাখি প্রদর্শনে শিক্ষার্থীদের সুযোগ করে দিতে এমন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। একজন শিক্ষার্থী যে প্লাস্টিক জমা দেবেন সেটি পরিমাপ করে এবং তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচয়পত্র দেখালেই তাকে বিনামূল্যের এই সুযোগ দেওয়া হবে বলে জানান মি. হোসেন।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০২.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

সামনে দুই মাস ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়া নিয়ে কী পূর্বাভাস দিচ্ছেন গবেষকরা

ডেঙ্গু আক্রান্ত হওয়ার পর বাসার কাছের কোনো হাসপাতালেই সিট পাননি মিরপুরের বাসিন্দা ও পেশায় দন্তচিকিৎসক সাদিয়া নওরিন। জ্বর আসার প্রথম ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই তিনি টেস্ট করিয়েছিলেন এবং তাতে ডেঙ্গু ধরা পড়ে। এরপর তিনি বাসায়ই চিকিৎসা নিচ্ছিলেন। "আমি সকাল-বিকাল আমার প্লাটিলেট, প্রেশার চেক করতাম। যেদিন দেখলাম যে, প্লাটিলেট ৫০ হাজারে নেমে এসেছে, সেদিন হাসপাতালে যাই। কিন্তু বাসার আশেপাশে কোথাও আমি সিট পাইনি। টাকা দিয়েও সিট পাওয়া যায়নি। পরে একটি হাসপাতালের ওয়ার্ডে সিট পাই, কিন্তু সেটার পরিবেশ এত বাজে ছিল যে,

রাত দুইটায় দূরে অন্য হাসপাতালে যেতে হয়েছে,„ বলছিলেন তিনি। সম্প্রতি ঢাকায় ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বাড়ছে এবং হাসপাতালগুলো সেই রোগী সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে। চলতি বছর জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা ইতোমধ্যে একশো ছাড়িয়েছে। বাড়ছে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যাও। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত আগের ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন এক হাজার ৩২৪ জন, যেটি চলতি বছরে এক দিনে হাসপাতালে ভর্তি রোগীর হিসাবে সর্বোচ্চ। আর, এ পর্যন্ত সারাদেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছে ৩৭ হাজারের বেশি মানুষ। যদিও অভিযোগ আছে যে, আক্রান্তের সংখ্যা আরও বেশি, যেগুলো সরকারি হিসেবে আসছে না। এর আগে, আগস্টের শুরু থেকেই দেশে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা দ্রুত বাড়তে দেখা যায়। এখন হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যা আড়াই হাজার ছাড়িয়ে যাওয়ার পাশাপাশি শতাধিক মৃত্যুতে প্রশ্ন উঠছে, বাংলাদেশের ডেঙ্গু পরিস্থিতি আসলে কতটা উদ্বেগজনক? সামনে কি ডেঙ্গু পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ার আশঙ্কা আছে?

সারাদেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত ও মৃত্যুর চিত্র

চলতি বছর শুধু আগস্টেই ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে সাড়ে ২০ হাজার মানুষ। আর সেপ্টেম্বর শুরু হতে না হতেই সংখ্যাটি প্রায় দেড় হাজার ছুঁই ছুঁই। সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়েছে ঢাকা বিভাগে। ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনসহ পুরো বিভাগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যা দশ হাজারের কাছাকাছি। এরপরেই বরিশাল, সংখ্যাটি প্রায় ছয় হাজার। চট্টগ্রামে এটি সাড়ে পাঁচ হাজারের বেশি। ডেঙ্গুতে মৃত্যুতেও ঢাকা এগিয়ে। বুধবার পর্যন্ত মোট ১০৭ মৃত্যুর ৩৬ জনই ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে। আর, ডেঙ্গুতে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে আগস্টে ৪৩ জন, এর আগে জুলাইতে ৩৬ জন। কিন্তু সেপ্টেম্বরের শুরুর দিনেই ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন পাঁচজন। তাদের দু'জন-ই ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এলাকায়। ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন এলাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম বিভাগে একজন করে মারা গেছেন। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য বলছে, ঢাকার বাইরের জেলাগুলোর মাঝে গাজীপুর জেলা ডেঙ্গুর উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে, এরপরেই নারায়ণগঞ্জ। এই দুই জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা হাজারের আশেপাশে। এর বাইরে ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, খুলনা, বাগেরহাট, বরিশাল, ঝালকাঠী, পিরোজপুর জেলাগুলোতে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা তুলনামূলক বেশি। জেলাগুলোর কোথাও কোথাও আক্রান্তের সংখ্যা হাজারের কাছেকাছি, কোথাও আবার প্রায় দেড় বা দুই হাজার।

সামনে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে?

বাংলাদেশে সাধারণত বর্ষা পরবর্তী সময়কে, অর্থাৎ আগস্ট থেকে অক্টোবরকে ডেঙ্গুর 'পিক সিজন' বা ডেঙ্গু সংক্রমণের ঝুঁকিপূর্ণ মৌসুম বলা হয়। অন্যান্য বছরের মতো এ বছরও এই সময়ে ডেঙ্গু পরিস্থিতি খারাপ হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছিলো। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, সেপ্টেম্বরে ডেঙ্গু পরিস্থিতি আরও বেশি খারাপ হবে। "এখন পর্যন্ত সারাদেশে সারাবছরে ৩৭ হাজার ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছে। এবার এক মাসে, মানে শুধু সেপ্টেম্বরেই ৩০ হাজারের বেশি মানুষ হাসপাতালে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হতে পারে„ বলে ধারণা করছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কীটতত্ত্ববিদ অধ্যাপক কবিরুল বাশার। আক্রান্তের সংখ্যা বাড়লে স্বাভাবিকভাবেই মৃত্যুর সংখ্যাও বাড়বে। শুধু তাই নয়, অক্টোবরেও আক্রান্ত ও মৃত্যুর হার কাছাকাছি থাকবে বলেও জানান এই অধ্যাপক। কিন্তু ডেঙ্গু নিয়ে এই আগাম পূর্বাভাস তিনি কীভাবে দিচ্ছেন? জানতে চাইলে অধ্যাপক বাশার বলেন, "জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতিদিন মশা, লার্ভা ইত্যাদির ওপর একটি সার্ভেইল্যান্স করি আমরা। আমরা ট্র্যাপও ব্যবহার করি। এই সার্ভেইল্যান্সে আমরা দেখেছি, এডিস মশার ঘনত্ব ডেঙ্গু ছড়ানোর জন্য উপযোগী মাত্রায় আছে।„ "এডিস মশার ঘনত্ব, ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা, বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা, আর্দ্রতা– এই কয়েকটি নিয়ে আমরা ফোরকাস্টিং তৈরি করি। ফোরকাস্টিং-এ এটা স্পষ্ট যে, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসটা খারাপ যাবে বাংলাদেশের জন্য,„ যোগ করেন অধ্যাপক কবিরুল বাশার।

এদিকে, রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইইডিসিআর) পরিচালক ডা. কাজী আহমেদ জাকী বলেন, "ডেঙ্গু নিয়ে এখনই আমরা উদ্বেগজনক অবস্থায় আছি। দিনদিন আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। অন্যদিকে, হামের কারণে আমাদের স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলো এমনিতেই অতিরিক্ত চাপের মধ্যে রয়েছে। এর মধ্যে ডেঙ্গু নতুন করে বাড়তি চাপ তৈরি করছে। সব মিলিয়ে এটি আমাদের জন্য স্বস্তিদায়ক পরিস্থিতি নয়, বরং বেশ চাপের।„

আক্রান্তে পুরুষ এগিয়ে, ডেঙ্গুতে মৃত্যু বেশি নারীদের

চলতি বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া ৩৭ হাজারের বেশি রোগীর ৬২ শতাংশই পুরুষ, নারী ৩৮ শতাংশ। মৃত্যুর ক্ষেত্রে আবার পুরুষের তুলনায় নারীদের হার বেশি। এখন পর্যন্ত যারা মারা গেছেন, তাদের প্রায় ৫৭ শতাংশ নারী, পুরুষের মৃত্যুর হার ৪৩ শতাংশের মতো। এর আগেও দেখা গেছে যে, ডেঙ্গুতে আক্রান্তের দিক থেকে পুরুষ এগিয়ে ছিল। ধারণা করা হয়, বাংলাদেশের নারীদের চেয়ে পুরুষদের শরীরে অনাবৃত অংশ বেশি থাকায় মশা দংশন করার সুযোগ বেশি পায়। এর বাইরে আরেকটি কারণ হলো, এখনো বাংলাদেশে কর্মজীবী নারীর সংখ্যা পুরুষদের চেয়ে কম। সেক্ষেত্রে যেহেতু ঘরের কাজে পুরুষের তুলনায় নারীর অংশগ্রহণ বেশি, তাই নারীদের ঘরের

বাইরে বের হতে হয় কম। কিন্তু ঘরে বেশি থাকলেও নারীরাও একইভাবে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হচ্ছেন। তবে তা হিসেবে আসছে না। এর আগে জনস্বাস্থ্য ও মহামারি বিশেষজ্ঞ ডা. মুশতাক হোসেন বিবিসি বাংলাকে এ প্রসঙ্গে বিবিসি বাংলাকে বলেছিলেন, ”কর্মস্থলের কারণে পুরুষরা ঢাকায় আসছে বা শহরে যাচ্ছে এবং টেস্ট করিয়ে দেখছে। কিন্তু নারীরা সেই সুযোগ পাচ্ছেই না।„ তার মতে, ”যদি সব ডেঙ্গু রোগী চিহ্নিত করা যেত, তাহলে সংখ্যাটা কাছাকাছি-ই হতো।„

এদিকে, নারীদের মধ্যে মৃত্যুর হার বেশি হওয়ার সম্ভাব্য কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অধ্যাপক কবিরুল বাশার বলেন, ”এর একটি কারণ হতে পারে নারীদের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা তুলনামূলক দুর্বল থাকা। এছাড়া, জ্বর এলেও তারা ভাবেন, দুই-তিন দিন দেখি, এমনিতেই ভালো হয়ে যাবে। আবার হাসপাতালে ভর্তি হলে স্বামী-সন্তানকে কে দেখবে, সেই চিন্তাও থাকে তাদের মাঝে। অর্থাৎ, বাংলাদেশে নারীদের মধ্যে চিকিৎসা নেওয়ার ক্ষেত্রে এক ধরনের অবহেলা রয়েছে।„ উল্লেখ্য, বিশেষজ্ঞরা এও মনে করেন, বাংলাদেশে সাধারণত সরকারি হিসেবে যে পরিমাণ রোগী পাওয়া যায়, তা মূলত মোট আক্রান্তদের খুব কম একটি অংশ। অধ্যাপক বাশার বলছেন, প্রকৃত আক্রান্তের সংখ্যা সরকারি হিসাবের অন্তত ছয় গুণ বেশি। তিনি বলেন, ”আমরা মূলত হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের তথ্য পাচ্ছি। বাংলাদেশে প্রায় সাত হাজার হাসপাতাল ও ক্লিনিক রয়েছে। কিন্তু এই সব হাসপাতাল তো রিপোর্ট করে না। এর বাইরে অনেক রোগী বাসায় থেকে চিকিৎসা নিচ্ছেন। তাদের তথ্যও এই হিসাবে নেই।„ আইইডিসিআর পরিচালক ডা. কাজী আহমেদ জাকীরও তাই মত। তার ভাষ্য, ”সাধারণত খুব বেশি জটিলতা দেখা না দিলে অনেকেই হাসপাতালে আসেন না। তাই, আমরা আসলে 'টিপ অব দ্য আইসবার্গ'টাই দেখতে পাই। এটাকে 'আইসবার্গ ফেনোমেনন' বলা হয়। পানির নিচে আইসবার্গের যে বড় অংশটি থাকে, সেটি আমাদের রিপোর্টের বাইরে থেকে যায়।„

হঠাৎ রোগী বাড়ছে কেন?

বাংলাদেশে বর্ষায় বৃষ্টিপাত ও জলাবদ্ধতার কারণে এডিস মশার প্রজননের উপযোগী স্থান বেড়ে যাওয়ার পাশাপাশি মশা নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিতে ঘাটতিও ডেঙ্গুর সংক্রমণ বাড়ার অন্যতম কারণ। আইইডিসিআর পরিচালক ডা. কাজী আহমেদ জাকী বলেন, ”বর্ষাকালে জলাবদ্ধতা বেড়ে যায়। বাংলাদেশে আমরা আমাদের পরিবেশও সেভাবে ব্যবস্থাপনা করতে পারি না। তবে বর্ষাকে ঠেকানো সম্ভব না হলেও চাইলে মশার বিস্তারকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।„ তার মতে, ”ভেক্টর (রোগের বাহক) নিয়ন্ত্রণ না করা গেলে ডেঙ্গুকে নিয়ন্ত্রণ করাও সম্ভব নয়। কারণ এটি মানুষ থেকে মানুষে সরাসরি ছড়ায় না, ছড়ায় মশার মাধ্যমে।„ তিনি জানান, আইইডিসিআর বিভিন্ন সময় এডিসের প্রজননস্থল চিহ্নিত করেছে এবং সরকারকে সেই অনুযায়ী পরামর্শও দিয়েছে। কিন্তু সেগুলো বাস্তবায়নের ক্ষমতা আইইডিসিআরের নেই। কিন্তু ডেঙ্গু সংক্রমণের কারণ এবং এডিসের প্রজননস্থল সব এলাকায় একরকম নয়। তাই কোনো এলাকার পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। উদাহরণ হিসেবে তিনি বান্দরবানের কথা উল্লেখ করেন। সেখানে পানি সংরক্ষণের ড্রাম এবং কাটা বাঁশের কোটরে জমে থাকা পানিতেও এডিসের লার্ভা পাওয়া গেছে। আবার বরগুনায় সুপারি গাছের গোড়া বা কাটা অংশে জমে থাকা পানিতেও লার্ভা পাওয়া গেছে। বরগুনার মতো বাংলাদেশের উপকূলীয় বিভিন্ন জেলায় লবণাক্ততাও একটি প্রধান সমস্যা। তাই, সেখানকার মানুষ বছরব্যাপী বৃষ্টির পানি মাটির পাত্রে সংরক্ষণ করে রাখেন। কিন্তু কোনো পাত্র বা স্থানে ৪৮ ঘণ্টার বেশি পানি জমে থাকলে সেখানে এডিস মশার ডিম পাড়া ও লার্ভা তৈরি হওয়ার ঝুঁকি থাকে। তাই, প্রতি তিনদিন পর পর পানি ফেলে দেওয়ার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা। তবে সংরক্ষিত পানিতে ক্লোরিন ট্যাবলেট ব্যবহার করলে মশার লার্ভা ধ্বংস করা সম্ভব। ডা. জাকী বলেন, ”স্থানীয় সরকার ও সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলো মৌসুম শুরুর আগেই মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম জোরদার করতে পারলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ হবে।„ কীটতত্ত্ববিদ কবিরুল বাশার মনে করেন, বাংলাদেশে এডিস মশা নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিতে বড়ো ধরনের ঘাটতি রয়েছে এবং এখানে 'এভিডেন্স-বেজড, টার্গেট-স্পেসিফিক এডিস মসকুইটো কন্ট্রোল' হয় না। অর্থাৎ, কোন কোন জায়গায় এডিস মশার প্রজনন হচ্ছে, কী পরিমাণে হচ্ছে এবং ঠিক সেই জায়গাগুলোতে নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম কী হবে, তা চিহ্নিত করতে হবে। ”আমরা সাধারণভাবে মশা নিয়ন্ত্রণ করছি, কিন্তু এডিস মশা অন্য মশার মতো নয়। এর আচরণ ও প্রজননের ধরন সম্পূর্ণ আলাদা। তাই, শুধু মশাকে লক্ষ্য করে নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম চালালে হবে না, এডিস মশাকে সুনির্দিষ্টভাবে লক্ষ্য করে ব্যবস্থা নিতে হবে। এখানেই আমাদের ভুল হচ্ছে।„

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০২.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

এনএইচকে

বেসেন্ট বলছেন ইরানের ওপর নিষেধাজ্ঞার জবাব দেওয়ার দায়িত্ব এখন চীনের উপর

মার্কিন অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট বলেছেন , ইরানের বিরুদ্ধে ওয়াশিংটনের সর্বশেষ অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে বেইজিংয়ের প্রতিক্রিয়া যুক্তরাষ্ট্র ঘনিষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। উল্লেখ্য , মধ্যপ্রাচ্যের এই দেশটির প্রধান বাণিজ্যিক অংশীদার হলো চীন। যুক্তরাষ্ট্রে জি -২০ ভুক্ত দেশগুলোর অর্থমন্ত্রীদের বৈঠকের পর মঙ্গলবার সাংবাদিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন বেসেন্ট। তিনি বলেন , ”চীনের জ্বালানির ৫০ শতাংশ আসে উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে। তাই আমার

ধারণা একটি সমাধানের লক্ষ্যে কাজ করার দায়িত্ব চীনের ওপরই বর্তায়।" তবে তিনি আরও বলেন যে, ইরানের বিষয়ে ওয়াশিংটন ও বেইজিংয়ের মধ্যে মতপার্থক্যে র চেয়ে মিলই বেশি। তিনি বলেছেন , চীন এই ব্যাপারে একমত যে তেহরানের পারমাণবিক অস্ত্র থাকতে পারে না এবং হরমুজ প্রণালিতে অবাধ সামুদ্রিক বাণিজ্য থাকতে হবে। বেসেন্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন যে , ইরানের সাথে ব্যবসা করে এমন আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তুত। (এনএইচকে ওয়েব পেজ: ০২.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

রেডিও তেহরান

কুয়েতে মার্কিন ঘাঁটি আলী আল-সালেমে আগুন, কয়েকটি ড্রোন ধ্বংস

ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনী বা আইআরজিসি জানিয়েছে, কুয়েতে অবস্থিত মার্কিন সামরিক ঘাঁটি আলী আল-সালেমে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালানো হয়েছে। এ সময় বেশ কয়েকটি ড্রোন ধ্বংস করা হয়েছে। তাসনিম নিউজ এজেন্সির বরাত দিয়ে পার্সটুডে জানিয়েছে, ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর জনসংযোগ বিভাগ এক বিবৃতিতে বলেছে, আলী আল-সালেম ঘাঁটির মার্কিন কমান্ডারের কমান্ড সেন্টার ও আবাসিক স্থাপনায় আগুন ধরে যায়। একই সঙ্গে ড্রোনের হ্যাঙ্গার এবং হামলায় ব্যবহৃত ড্রোন মোতায়েনের রানওয়ে বা র্যাম্পেও আগুন লাগানো হয়। এতে শত্রুপক্ষের কয়েকজন সদস্য নিহত এবং বেশ কয়েকটি ড্রোন ধ্বংস হয়েছে। কুয়েতের জনগণকে উদ্দেশ্য করে এই বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'আপনারা আমাদের সঙ্গে আপনাদের সম্পর্কের প্রতি আমাদের ভালোবাসা ও আন্তরিকতা সম্পর্কে ভালোভাবেই জানেন। আমাদের জন্য সবচেয়ে বেদনাদায়ক ও উদ্বেগের বিষয় হলো- শিশু হত্যাকারী ও সন্ত্রাসী মার্কিন বাহিনী কর্তৃক মুসলিম ভূখণ্ড দখল করে রাখা। এই হামলাগুলো কুয়েতের পবিত্র ভূমি ও মহানুভব মানুষের দেশকে মার্কিন কাফেরদের অপবিত্র উপস্থিতি থেকে মুক্ত করতে আপনাদের সহায়তা করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়েছে। আমরা আশা করি, আমেরিকার আধিপত্য এবং রক্তপিপাসু ইহুদিবাদী শাসনের পতন ঘটবে এবং কুয়েতের সম্মানিত জনগণ আগ্রাসী দখলদারদের কবল থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করবে।'(রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ০২.০৯.২০২৬ নারগীস)

ডয়চে ভেলে

সাংবাদিক ফারজানা রূপা হাসপাতালে

কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়ায় সাংবাদিক ফারজানা রূপাকে বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএমইউ)-এ ভর্তি করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তাকে সেখানে নেওয়া হয়।কারা সদর দপ্তরের মিডিয়া উইংয়ের কর্মকর্তা ও জেলার মাসুদ হাসান জুয়েল ডয়চে ভেলের কন্টেন্ট পার্টনার দ্য ডেইলি স্টারকে বলেন, ``মুন্সীগঞ্জ জেলা কারাগারে থাকা অবস্থায় ফারজানা রূপা ফ্যাটি লিভার ও স্ত্রীরোগসংক্রান্ত সমস্যাসহ শারীরিক কিছু জটিলতায় ভুগছিলেন। তাই তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে তিনি হাসপাতালের প্রিজন সেলে চিকিৎসাধীন।'' একাত্তর টেলিভিশনের সাবেক প্রধান প্রতিবেদক ফারজানা রূপা ও চ্যানেলটির সাবেক প্রধান বার্তা সম্পাদক শাকিল আহমেদকে ২০২৪ সালের ২১ আগস্ট হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে জুলাই গণঅভ্যু ত্থানের সময় পোশাকশ্রমিক রুবেল হত্যার ঘটনায় আদাবর থানায় দায়ের হওয়া মামলায় আদালত তাদের কারাগারে পাঠান। ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থান-সংশ্লিষ্ট একাধিক মামলায় ফারজানা রূপাকে আসামি করা হয়েছে। গত জুলাই মাসে ফারজানা রূপা, মোজাম্মেল বাবু, শাকিল আহমেদ এবং শ্যামল দত্তর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (আইসিটি)-র তদন্ত কার্যক্রম বন্ধ করে তাদের অবিলম্বে মুক্তি দেয়ার আহ্বান জানায় অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল , আর্টিকেল ১৯, সিভিকাস, কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টস (সিপিজে) এবং হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ)। তারপর আগস্ট মাসে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডাব্লিউ) এক বিবৃতিতে বলে , বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃপক্ষ আন্তর্জাতিক আইনি মানদণ্ড বজায় রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০২.০৯.২০২৬ রনি)

বাংলাদেশে আগস্ট মাসে ৫৫ নারী-শিশু হত্যা, ৫৪ জনকে ধর্ষণ: মহিলা পরিষদ

চলতি বছর সদ্য শেষ হওয়া মাস আগস্টে বাংলাদেশে অন্তত ৫৫ নারী ও কন্যাশিশু হত্যা, ৫৪ জনকে ধর্ষণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ। এ সময়ে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন অন্তত ২৫২ জন নারী ও কন্যাশিশু।ফলে প্রতিদিন গড়ে আটজন নারী ও কন্যাশিশুকে নির্যাতন করা হয়। গতকাল মঙ্গলবার বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় লিগ্যাল এইড উপপরিষদে সংরক্ষিত ১৫টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকা ও দুটি অনলাইন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে আগস্ট মাসের নারী ও কন্যাশিশু নির্যাতনের এই তথ্য সংকলন করা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, আগস্টে ১১৮ কন্যাশিশু এবং ১৩৪ জন নারীকে নির্যাতন করা হয়। এর মধ্যে ১০ কন্যাশিশু ও ৪৫ জন নারীসহ মোট ৫৫ জনকে হত্যা করা হয়েছে। আগস্ট মাসে ৩৬ কন্যাশিশু ও ১৮ জন নারীকে ধর্ষণ করা হয়েছে। আট কন্যাশিশুসহ ১৩ জনকে দলবদ্ধ ধর্ষণ করা হয় এবং ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে এক কন্যাশিশুসহ দুজনকে। এ ছাড়া, ১১ কন্যাশিশুসহ ১৪ জনকে ধর্ষণের চেষ্টা করা

হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে আরো জানানো হয়, গত মাসে ২৪ কন্যাশিশুসহ ৩০ জনের ওপর যৌন সহিংসতা হয়েছে। এর মধ্যে ১২ কন্যাশিশুসহ ১৪ জনকে যৌন নিপীড়ন এবং আট কন্যাশিশুসহ নয় জনকে উত্যক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া, ৪ কন্যাশিশুসহ সাত জনের ওপর সাইবার সহিংসতা হয়েছে। এ ছাড়া, নারী ও কন্যাশিশুরা হত্যাচেষ্টা, অগ্নিদগ্ধ, আত্মহত্যা, গৃহকর্মী নির্যাতন, পারিবারিক সহিংসতা, বাল্যবিবাহ ও অপহরণসহ নানা ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েছে বলেও জানিয়েছে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০২.০৯.২০২৬ রনি)

ক্ষমতা নয়, মানুষের জন্যই বাংলাদেশে ফিরব: শেখ হাসিনা

বাংলাদেশে ফিরতে চান শেখ হাসিনা। ভারতের মিডিয়াকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে একথা জানান বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের একাধিক নীতির সমালোচনাও করেন তিনি। ৫ আগস্ট দিল্লির ফরেন করেসপন্ডেন্ট ক্লাবে ভিডিও কলের মাধ্যমে একটি প্রেস কনফারেন্স করেন হাসিনা। তার সমালোচনা করে বাংলাদেশ সরকার। এই প্রসঙ্গে হিন্দুস্তান টাইমসকে তিনি বলেন, "আমি একটি আন্তর্জাতিক মঞ্চে প্রেস কনফারেন্স করেছি। দুই দেশের সম্পর্কে তার প্রভাব কেন পড়বে? ২০০৭-এ তারেক রহমান যখন যুক্তরাজ্যে চলে গেছিলেন, তখন স্ট্যাম্প পেপারে সই করে লিখে দিয়ে গেছিলেন, তিনি আর রাজনীতি করবেন না। উনি তার পরেও রাজনীতি করেন, সাংবাদিক বৈঠক করেন। আমি কি যুক্তরাজ্যের সরকারকে বলেছি, একজন অপরাধীকে যেন সেই সাংবাদিক বৈঠকগুলো না করতে দেওয়া হয়?" দেশে ফেরা নিয়ে হাসিনা বলেন, "আমি আমার দেশে ফিরতে চাই। আমি জানিনা উনি (তারেক রহমান) কেন তাতে বাধা দিচ্ছেন। ওরা প্রত্যার্পণ চুক্তির কথা বলছে। আমি আমার দেশে ফিরতে চাই। আমি কি সারাজীবন দেশের বাইরে থাকব?" তিনি ডিসেম্বরেই ফিরতে চান একথা নিশ্চিত করে তিনি জানান, ফেরার তারিখ, সময় এবং স্থান তিনি জানিয়ে দেবেন। হাসিনা অভিযোগ করেন , আওয়ামী লিগের কর্মীদের উপর প্রতিনিয়ত আক্রমণ চলছে। তিনি বলেন, "কর্মীরা আক্রান্ত, অত্যাচারিত হচ্ছেন। এটা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময় শুরু হয়েছিল। এখনো চলছে। এমন একটা দিনও কাটে না যখন বাংলাদেশে মানুষ খুন হন না। রংপুরে এক পরিবারের চার জন খুন হলেন। বগুড়াতে একজন খুন হলেন। প্রতিনিয়ত আমার দলের একজন খুন হচ্ছেন , বা মামলায় ফাঁসানো হচ্ছে , গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। বাড়িতে ঢুকে নারী পুরুষদের উপর আক্রমণ করছে। এই অবস্থায় আমার প্রত্যর্পণ কীভাবে একটা শর্ত হয় আমি জানি না।" তিনি আরও জানান, এর আগে তার উপরে ও আক্রমণ হয়েছে। তবে হাসিনা বলেন , "এই আক্রমণ আমাকে থামাতে পারবে না। হুমকি দিয়ে আমাকে আটকানো যাবে না। আমি আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত নই। ক্ষমতা নয় , মানুষের জন্যই বাংলাদেশে ফিরব আমি।" (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০২.০৯.২০২৬ রনি)

জাগো নিউজ

জটিল রোগে আক্রান্ত শিশু মারিয়ামের চিকিৎসায় পাশে দাঁড়ালেন প্রধানমন্ত্রী

চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার ৬ বছর বয়সী শিশু জান্নাতুল মারিয়ামের চিকিৎসায় পাশে দাঁড়িয়েছে ন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ভিডিওতে জান্নাতুল মারিয়ামের অসুস্থতার তথ্যটি প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিগোচর হলে তার অতিরিক্ত প্রেস সচিব আতিকুর রহমান রুমনকে মারিয়মের চিকিৎসার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। এরপর বুধবার (২ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ঢাকায় চিকিৎসায় আসা মারিয়মের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে `আমরা বিএনপি পরিবারের, একটি প্রতিনিধিদল। সংগঠনটির সদস্যসচিব কৃষিবিদ মোকছেদুল মোমিন মিথুনের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল অসুস্থ জান্নাতুল মারিয়ামের মায়ের সঙ্গে কথা বলেন এবং মারিয়ামের বিষয়ে খোঁ জ নেন। তারা প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সহমর্মিতার বার্তা পৌঁছে দিয়ে চিকিৎসা সহায়তা দেন। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন `আমরা বিএনপি পরিবারের, সদস্য মাসুদ রানা লিটন, ঢাকা কলেজ ছাত্রদল নেতা আব্দুল্লাহ আল মিসবাহ, উত্তরাঞ্চল ছাত্র ফোরামের সহ-সভাপতি ফারজানা রিমি ও ছাত্র দল নেত্রী আয়েশা খান প্রমুখ। জানা গেছে , জান্নাতুল মারিয়াম হেম্যানজিওমা (রক্তনালীর টিউমার) রোগে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থতায় ভুগছে। এ রোগের কারণে তার খাওয়া -দাওয়া ও ঘুমের ক্ষেত্রেও নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিয়েছে। শিশুটির মা নাহিদ আখতার মেয়ের চিকিৎসা নিয়ে উদ্বিগ্ন । উন্নত চিকিৎসার জন্য জান্নাতুল মারিয়ামকে চীনে নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে তার পরিবার। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের পক্ষে জান্নাতুল মারিয়ামের চিকিৎসায় পাশে দাঁড়ানোর উদ্যোগে তার পরিবার স্বস্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে একই সঙ্গে তারা জান্নাতুল মারিয়ামের দ্রুত সুস্থ তার জন্য সবার কাছে দোয়া কামনা করেছে। প্রধানমন্ত্রীর ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি -১ জাহিদুল ইসলাম রনি এ তথ্য জানান। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০২.০৯.২০২৬ রুবাইয়া)

হুমকি মোকাবিলায় দেশেই ড্রোন তৈরি করা হবে প্রধানমন্ত্রী

রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরে বিমানবাহিনীর প্রশি ক্ষণ বিমান উড্ডয়ন বন্ধ করে স্বতন্ত্র রানওয়ে বা ঘাঁটি নির্মাণের কোনো পরিকল্পনা সরকারের নেই বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। একই সঙ্গে দেশের আবহাওয়া পূর্বাভাস ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করতে আধুনিকায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং সাইবার হামলা ও নতুন বহুমাত্রিক হুমকি মোকাবিলায় দেশীয়ভাবে ড্রোন তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলেও সংসদকে অবহিত করেন তিনি।

বুধবার (২ সেপ্টেম্বর) জাতীয় সংসদে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত নির্ধারিত প্রশ্নোত্তর পর্বে বিভিন্ন সংসদ সদস্যের লিখিত প্রশ্নের জবাবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর দায়িত্বে থাকা প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এসব তথ্য জানান। সংরক্ষিত নারী আসন-৪১ এর সংসদ সদস্য মাহফুজা হান্নানের এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন , বাংলাদেশ বিমানবাহিনী দেশের সমগ্র আকাশসীমার নিরাপত্তা ও আকাশ প্রতিরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত। রাজধা নী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও অবকাঠামোর নিরাপত্তা নিশ্চিতে বিমান বাহিনীর দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফলে ঢাকা ও অন্যান্য শহরের আকাশ প্রতিরক্ষা সক্ষমতা প্রস্তুত রাখা জরুরি। তিনি উল্লেখ করেন , পৃথক বিমানঘাঁটি ও রানওয়ে নির্মাণ অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও দীর্ঘমেয়াদি বিষয়। বাংলাদেশের সীমিত ভূমি ও বিদ্যমান অবকাঠামোর সর্বোত্তম ব্যবহারের কথা বিবেচনায় নিয়ে কেবল প্রশিক্ষণের জন্য পৃথক রানওয়ে না বানিয়ে বিদ্যমান সুবিধার যথাযথ ব্যবহারকেই সরকার অধিক বাস্তবসম্মত মনে করছে। চট্টগ্রাম-১২ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ এনামুল হকের প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে দক্ষিণ এশিয়ায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ বৃদ্ধির কথা স্বীকার করলেও আবহাওয়া পূর্বাভাসে বাংলাদেশ পিছিয়ে রয়েছে- এমন বক্তব্য সঠিক নয় বলে জানান।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্ত র আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় ৫ থেকে ১০ দিনের আগাম পূর্বাভাসসহ ঘূর্ণিঝড়, ভারী বৃষ্টি, বজ্রপাত ও অন্যান্য দুর্যোগের সতর্কবার্তা দিচ্ছে। পূর্বাভাস সক্ষমতা আরও আধুনিক ও নিখুঁত করতে পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ , উন্নত ডেটা বিশ্লেষণ ও দক্ষ জনবল তৈরির চেষ্টা নিরবচ্ছিন্নভাবে অব্যাহত আছে। সংরক্ষিত নারী আসন -২ এর সংসদ সদস্য শিরীন সুলতানা এবং সংরক্ষিত নারী আসন -১০ এর সংসদ সদস্য নিলোফার চৌধুরী মনির পৃথক দুই প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী প্রতিরক্ষা আধুনিকায়ন ও বেসামরিক কার্যক্রমে সশস্ত্র বাহিনীর অংশগ্রহণের আইনি ভিত্তি তুলে ধরেন। শিরীন সুলতানের প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান , বহুমাত্রিক হুমকি মোকাবিলায় সশস্ত্র বাহিনীর সাইবার নিরাপত্তা নীতিমালা পর্যালোচনা করা হচ্ছে। পাশাপাশি দেশীয়ভাবে ড্রোন উৎপাদনের সক্ষমতা অর্জনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে এবং সমুদ্রে নজরদারি বাড়ানোর কার্য কর পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। নিলোফার চৌধুরী মনির প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী নিশ্চিত করেন যে , অসামরিক কার্যক্রমে সশস্ত্র বাহিনীর অংশগ্রহণের স্পষ্ট নীতিমালা রয়েছে। তিনি জানান, সংবিধানের ১২৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচনকালীন দেশের সার্বিক নিরাপত্তায় এবং `In Aid to the Civil Power, নির্দেশিকা অনুযায়ী দুর্যোগ ও ক্রান্তিকালে অসামরিক প্রশাসনকে সশস্ত্র বাহিনী সরাসরি সহায়তা করে থাকে। এছাড়া ফৌজদারি কার্যবিধির (CrPC) ১২৯ ধারা অনুযায়ী অসামরিক আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সশস্ত্র বাহিনীকে প্রয়োজনীয় আইনি ক্ষমতা দেওয়া হয়।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০২.০৯.২০২৬ রুবাইয়া)

জ্বালানি সংকট উত্তরণে গ্যাস উৎপাদন-নবায়নযোগ্য শক্তির প্রসার করা হবে

বিগত সরকারের আমলে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বাপেক্সকে পঙ্গু করে রাখার ফলেই দেশে দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি সংকট ও আমদানিনির্ভরতা তৈরি হয়েছিল বলে মন্তব্য করেছেন প্রধা নমন্ত্রী তারেক রহমান। এই সংকট কাটিয়ে দেশকে জ্বালানিতে স্বনির্ভর ও টেকসই ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে নিতে বর্তমান সরকার বহুমাত্রিক ও সমন্বিত মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে বলে জানান তিনি। জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে গ্যাস উত্তোলন ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসারের কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। বুধবার (২ সেপ্টেম্বর) বিকেলে জাতীয় সংসদের অধিবেশনে সংসদ সদস্যদের মৌখিক উত্তরদান পর্বে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা সুসংহতকরণ , নবায়নযোগ্য শক্তির প্রসার এবং ২০৩৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত করার রূপরেখা তুলে ধরেন। দীর্ঘদিনের অপর্যাপ্ত অনুসন্ধান এবং আমদানিনির্ভরতার ফলে সৃষ্ট জ্বালানি সংকটকে স্থায়ীভাবে নিরসন করে দেশকে স্বনির্ভর ও টেকসই ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে নিতে একাধিক যুগান্তকারী পদক্ষেপ বাস্তবায়িত হচ্ছে বলে প্রধানমন্ত্রী জানান। সংসদ সদস্য সেলিনা সুলতানার প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী জানান , দেশের জ্বালানি ঘাটতি পূরণে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। এরই মধ্যে ১৫০টি কূপ খনন ও ওয়ার্কওভার কর্মসূচির আওতায় ৩০টি কূপের খননকাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে, যা থেকে জাতীয় গ্রিডে প্রতিদিন ১৪০ মিলিয়ন ঘনফুট (এমএমসিএফডি) নতুন গ্যাস যুক্ত হয়েছে। বর্তমানে আরও ৭টি কূপের খনন কাজ অব্যাহত রয়েছে এবং এগুলোর কাজ শেষ হলে গ্রিডে অতিরিক্ত ৮৫ এমএমসিএফডি গ্যাস সরবরাহ সম্ভব হবে। অবশিষ্ট কূপগুলো পর্যায়ক্রমে খননের জন্য নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়া নতুন গ্যাসের অনুসন্ধান কার্যক্রম জোরদার করতে ৪,৫০০ লাইন কিলোমিটার ২ডি সাইসমিক সার্ভে এবং ৪,২০০ বর্গ কিলোমিটার ৩ডি সাইসমিক সার্ভে পরিচালনার বৃহৎ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

একই সঙ্গে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বাপেক্সকে আরও শক্তিশালী ও সক্ষম করে তুলতে নতুন দুটি আধুনিক রিগ ক্রয়ের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন , দেশে দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতে অফশোর ও অনশোর মডেল পিএসসি (প্রোডাকশন শেয়ারিং কন্ট্যাক্ট)-এর আওতায় ব্যাপক অনুসন্ধান চালানো হচ্ছে। পিএসসি ২০২৬ অনুমোদনের পর আন্তর্জাতিক বিড রাউন্ড আহ্বান করা হয়েছে এবং অনশোর মডেল পিএসসি অনুমোদনের প্রক্রিয়াও

শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এর মাধ্যমে নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হলে দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি সামুদ্রিক এলএনজি অবকাঠামো সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে কক্সবাজারের মহেশখালীর কুতুবজোমে একটি নতুন ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনে আগ্রহী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আলোচনা চলছে , যা থেকে ২০২৮ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে রিগ্যাসিফাইড এলএনজি সরবরাহ সম্ভ ব হবে। এর ফলে আগামী দুই বছরের মধ্যে এলএনজি আমদানি ক্ষমতা আরও ৬০০ এমএমসিএফডি বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া জরুরি ভিত্তিতে দেশের দক্ষিণ -পশ্চিমাঞ্চল কিংবা পায়রা ও মোংলা বন্দর এলাকায় আরও এক থেকে দুটি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাই করা হচ্ছে। প্রধান মন্ত্রী জানান , জনমনে আগ্রহ তৈরি ও এ খাতের দ্রুত প্রসারে ২০২৬ সালের ৮ জুন তারিখে এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সোলার প্যানেল , ইনভার্টার, ব্যাটারিসহ সব প্রয়োজনীয় উপাদানের ওপর থেকে কাস্টমস ডিউটি , রেগুলেটরি ডিউটি, সম্পূরক শুল্ক, আগাম কর এবং অতিরিক্ত অগ্রীম আয়করসহ সব ধরনের শুল্ক সম্পূর্ণ ছাড় দেওয়া হয়েছে। এছাড়া রুফটপ সোলার প্যানেল স্থাপনকারীদের জন্য অত্যন্ত আকর্ষণীয় আর্থিক মডেল ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী ৬ মাসের মধ্যে যারা বাসাবাড়ি বা প্রতিষ্ঠানের ছাদে সোলার স্থাপন করবেন , তাদের উৎপাদিত উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ সরকার প্রতি ইউনিট ১০.১৫ টাকা দরে কিনে নেবে। বর্তমান গড়ে প্রতি ইউনিট ৬ থেকে ৭ টাকা উৎপাদন খরচের বিপরীতে এই বাল্ক রেট ও সরকারি প্রণোদনার ফলে উদ্যোক্তারা ৪৫ শতাংশ পর্যন্ত (৪০% মুনাফা ও ৫% প্রিমিয়াম) নিট মুনাফা অর্জনের সুযোগ পাবেন , যা পরবর্তী তিন বছর পর্যন্ত কার্যকর থা কবে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রসারের অংশ হিসেবে সরকারি ভবন , শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালে সোলার প্যানেল বসাতে জাতীয় রুফটপ সোলার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এরই মধ্যে দেশের সব জেলা প্রশাসক ও বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে রুফটপ সোলার সফলভাবে স্থাপন করা হয়েছে এবং অন্যান্য সরকারি দপ্তরে বাস্তবায়নের জন্য বিশেষ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। সোলারের পাশাপাশি বায়ু বিদ্যুৎ, জলবিদ্যুৎ এবং বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সমন্বিত পরিকল্পনাও এগিয়ে চলছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০২.০৯.২০২৬ রুবাইয়া)

বাড়ির ছাদে সোলার স্থাপনে ৪৫ শতাংশ মুনাফার সুযোগ থাকবে: প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন , আগামী ছয় মাসের মধ্যে যারা রুফটপ সোলার স্থাপন করবেন , তাদের গ্রিডে সরবরাহ করা বিদ্যুৎ সরকার প্রতি ইউনিট ১০ টাকা ৫০ পয়সা দরে কিনবে। বাল্ক রেটের অতিরিক্ত অর্থ সরকার প্রণোদনা হিসেবে দেবে। এতে গ ড়ে প্রতি ইউনিট ৬-৭ টাকা উৎপাদন ব্যয়ের বিপরীতে ৪৫ শতাংশ পর্যন্ত মুনাফার সুযোগ সৃষ্টি হবে। পরবর্তী তিন বছরের জন্য প্রযোজ্য হবে এ সুবিধা। বুধবার (২ সেপ্টেম্বর) ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের তৃতীয় অধিবেশনের তৃতীয় দিনের প্রশ্নোত্তর পর্বে সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য নি লোফার চৌধুরী মনির এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন , জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাড়াতে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে আগ্রহ বাড়াতে বর্তমান সরকার নানান পদক্ষেপ নিয়েছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ সরকারের অভ্যন্তরী ণ সম্পদ বিভাগ থেকে ৮ জুন সৌরবিদ্যুৎ স্থাপনের জন্য অপরিহার্য পণ্যসমূহ যেমন— সোলার প্যানেল, ইনভার্টার, ব্যাটারি ইত্যাদির ওপর সমুদয় কাস্টমস ডিউটি , রেগুলেটরি ডিউটি, সম্পূরক শুল্ক, আগাম কর এবং ২ শতাংশ অতিরিক্ত অগ্রিম আয়কর শর্তসাপেক্ষে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। রুফট প সোলার স্থাপনে সরকারের উদ্যোগের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের সরকারি ভবন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতালসহ গুরুত্বপূর্ণ ভবনের ছাদে রুফটপ সোলার সিস্টেম স্থাপনের জন্য জাতীয় রুফটপ সোলার কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে একটি গাইডলাইন প্রস্তুত করা হয়েছে। তিনি বলেন, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থাগুলোকে এরই মধ্যে বিশেষ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। দেশের সব জেলা প্রশাসক ও বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে এরই মধ্যে রুফটপ সোলার সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। সৌরবিদ্যুতের পাশাপাশি পানিবিদ্যুৎ , বায়ু বিদ্যুৎ ও বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন , আশা করছি, এসব কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে জ্বালানি সংকট মোকাবিলা এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাড়ানো সম্ভব হবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০২.০৯.২০২৬ রুবাইয়া)

কওমি মাদরাসার জন্য ছয় শিক্ষাবোর্ড গঠনের সিদ্ধান্ত: সংসদে প্রধানমন্ত্রী

দেশের কওমি মাদরাসাগুলোর সমন্বয় , উন্নয়ন ও পাবলিক পরীক্ষা গ্রহণের জন্য ছয়টি কওমি মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড গঠনের সিদ্ধান্ত রয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। একই সঙ্গে এসব বোর্ডের সনদকে সরকারি ও বেসরকারি মাদরাসার দুটি নির্দিষ্ট পদে নিয়োগের যোগ্যতা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়টিও সংসদকে জানিয়েছেন তিনি। বুধবার (২ সেপ্টেম্বর) ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের তৃতীয় অধিবেশনের তৃতীয় দিনের প্রশ্নোত্তর পর্বে কুমিল্লা -৬ আসনের সংসদ সদস্য মো . মনিরুল হক চৌধুরীর এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে এ তথ্য জানান প্রধানমন্ত্রী। স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ বীর বিক্রমের সভাপতিত্বে বিকেল সাড়ে ৩টায় সংসদের অধিবেশন শুরু হয়। প্রধানমন্ত্রী বলেন , দেশের সব কওমি মাদরাসার সমন্বয় , উন্নয়ন ও পাবলিক পরীক্ষার লক্ষ্যে ২০০৬ সালে গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে `কওমি মাদরাসা শিক্ষাবো র্ড বাংলাদেশ, নামে একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পরবর্তীতে

২০১৮ সালে `আল-হাইআতুল উলয়া লিল -জামি`আতিল কওমিয়া বাংলাদেশ ,-এর অধীন কওমি মাদরাসার দাওরায়ে হাদিস (তাকমীল) সনদকে ইসলামিক স্টাডিজ ও আরবি বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রির সমমান দেওয়ার আইন প্রণ য়ন করা হয়। ওই আইনের আওতায় মূলত ছয়টি কওমি মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বোর্ডগুলো হলো - বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ, বেফাকুল মাদারিসিল কওমিয়া গওহরডাঙ্গা বাংলাদেশ, আঞ্জুমানে ইত্তেহাদুল মাদারিস বাংলাদেশ, আযাদ দ্বীনি এদারায়ে তালীম বাংলাদে শ, তানযীমুল মাদারিসিদ দ্বীনিয়া বাংলাদেশ এবং জাতীয় দ্বীনি মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড বাংলাদেশ। চাকরির সুযোগ সৃষ্টির বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী আরও জানান, গত ২৩ জুন `বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (মাদ্রাসা) জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা , ২০২৬, সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধিত নীতিমালায় সহকারী মৌলভী (ক্বারী) ও ইবতেদায়ি ক্বারী পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে ছয়টি কওমি মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের সনদকে কাম্য যোগ্যতা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সরকারের এ সিদ্ধান্তের ফলে এসব পদে কওমি মাদরাসার দাওরায়ে হাদিস (তাকমীল) ডিগ্রির পাশাপাশি ইলমে কিরাআত বা হিফজু ল কোরআন সনদধারীদেরও চাকরির সুযোগ তৈরি হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০২.০৯.২০২৬ রুবাইয়া)

সত্য লুকানোর সুযোগ নেই, ৫৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ ঘাটতি

দেশে সাম্প্রতিক সময়ের নজিরবিহীন বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংকটের পেছনে বিগত দেড় যুগের `ভুল নীতি, এবং আন্তর্জাতিক বাজারের আকস্মিক অস্থিরতাকে দায়ী করেছেন বিদ্যুৎ , জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী অনিন্দ্য ইসলাম অমিত। বুধবার (২ সেপ্টেম্বর) জাতীয় সংসদে চাঁপাইনবাবগঞ্জ -৩ আসনের সংসদ সদস্য নূরুল ইসলাম বুলবুলের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন প্রতিমন্ত্রী। সংসদে তিনি বলেন , গত ৯ আগস্ট দে শে বিদ্যুতের ঘাটতি ৩ হাজার ৭০০ মেগাওয়াটে পৌঁছেছিল, যা গত ৫৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। সংকটের এই চিত্র তুলে ধরে প্রতিমন্ত্রী বলেন , নিছক কথামালার আড়ালে সত্য লুকানোর কোনো সুযোগ নেই। জনগণের এই অনাকাঙ্ক্ষিত ও সাময়িক কষ্টের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে তিনি বলেন, কারিগরি সমস্যার সমাধান এবং সরকারের নেওয়া নতুন পদক্ষেপের ফলে আগামী ১৫ দিনের মধ্যেই দেশের বিদ্যুৎ পরিস্থিতির লক্ষণীয় উন্নতি হবে। বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী জানান , দেশে গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা ১২ হাজার মেগাওয়াট হলেও এ পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদনে দৈনিক প্রায় ১ হাজার ৯০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস প্রয়োজন। কিন্তু দেশীয় উৎপাদন ও এলএনজি আমদানি মিলিয়ে বর্তমানে দৈনিক ২ হাজার ৩০০ থেকে ২ হাজার ৭০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে। তিনি বলেন, বিদ্যুৎ উৎপাদনে পুরো গ্যাস সরবরাহ করা হলে শিল্প ও আবাসিক খাতে গ্যাস সংযোগ পুরোপুরি বন্ধ করে দিতে হবে। তাই সার্বিক অর্থনীতি সচল রাখতে শিল্প , বিদ্যুৎ ও গৃহস্থালি- এই তিন খাতের মধ্যে বাধ্য হয়ে একটি ভারসাম্য বজায় রাখতে হচ্ছে। কারিগরি বিপর্যয় ও বিদ্যুৎ আমদানির ঘাটতির তথ্য তুলে ধরে প্রতিমন্ত্রী জানান , পায়রা ও মাতারবাড়ী বিদ্যুৎকেন্দ্রের ৬১৬ মেগাওয়াট করে দুটি ইউনিট বর্তমানে কারিগরি ত্রুটির কারণে বন্ধ রয়েছে। এ ছাড়া আদানির সঙ্গে করা আগের চুক্তি অনুযায়ী ১ হাজার ৬০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়ার কথা থাকলেও বর্তমানে দিনে ৯০০ এবং রাতে ১ হাজার ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাচ্ছে। এর মধ্যে গত ২১ জুলাই আমদানিকৃত এলএনজি সরবরাহকারী দুটি এফএসআরইউর (ফ্লোটিং স্টোরেজ অ্যান্ড রিগ্যাসিফিকেশন ইউনিট) একটি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় জ্বালানি সরবরাহব্যবস্থা প্রায় ভেঙে পড়ে। এর সরাসরি প্রভাব পড়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনে। তবে বর্তমানে সংকটের প্রায় ৮৮ শতাংশই সমাধান করা সম্ভব হয়েছে বলে জানান প্রতিমন্ত্রী। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০২.০৯.২০২৬ রুবাইয়া)

জ্বালানি সংকট কাটাতে সরকারের পরিকল্পনা জানালেন প্রধানমন্ত্রী

আগামী ২০৩৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত করার লক্ষ্যে ১০ বছরের জন্য জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে মেগা পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। পরিকল্পনাটি বর্তমানে পরীক্ষা -নিরীক্ষার পর্যায়ে রয়েছে, চূড়ান্ত হলেই জাতীয় সংসদে তুলে ধরা হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। বুধবার (২ সেপ্টেম্বর) ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের তৃতীয় অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর পর্বে কুমিল্লা -১০ আসনের সংসদ সদস্য মো . মোবাশ্বের আলম ভূঁইয়ার এক সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী এ কথা জানান। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ বীর বিক্রম। প্রধানমন্ত্রী বলেন , ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পৌঁছাতে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। পরিকল্পনাটি বর্তমানে পরীক্ষা -নিরীক্ষা করা হচ্ছে। পরীক্ষা -নিরীক্ষা শেষ হলে শিগগির জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী এটি জাতীয় সং সদে উপস্থাপন করবেন। এর আগে মোবাশ্বের আলম ভূঁইয়া জানতে চান , ২০৩৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত করতে সরকার কোনো পরিকল্পনা নিয়েছে কি না এবং নিলে সেসব পরিকল্পনা কী ? জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট বক্তৃতায় ২০৩৪ সালের মধ্যে ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য তুলে ধরা হয়েছে। এ লক্ষ্যকে শুধু জিডিপির আকার বাড়ানোর বিষয় হিসেবে দেখা হচ্ছে না। সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা , বিনিয়োগ, উৎপাদন, কর্মসংস্থান, রপ্তানি, মানবসম্পদ উন্নয়ন, আর্থিক শৃঙ্খলা এবং অঞ্চলভিত্তিক সুষম উন্নয়নের সমন্বিত রূপান্তর হিসেবে বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে। এ লক্ষ্য অর্জনে অর্থনীতির পুনরুদ্ধার, উত্তরণ ও পুনর্গঠনের জন্য তিন ধাপের `থ্রি-আর, কৌশল নেওয়া হয়েছে

বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী। এর প্রথম ধাপ `রিকভারি অ্যান্ড স্ট্যাবিলাইজেশন, বা পুনরুদ্ধার ও স্থিতিশীলতা। এক বছর মেয়াদি এ ধাপের লক্ষ্য অর্থনীতির অবনতির ধারা রোধ করে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। দ্বিতীয় ধাপ `রেস্টোরেশন, বা পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

সরকারের প্রথম তিন বছরে রাজস্ব ব্যবস্থা , বেসরকারি বিনিয়োগ , ব্যাংক ও আর্থিক খাত , রপ্তানি, কর্মসংস্থান, মানবসম্পদ, কৃষি, জ্বালানি ও অবকাঠামোর সক্ষমতা পুনরুদ্ধার ও সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে। তৃতীয় ধাপ `রিকনস্ট্রাকশন ফর অ্যাকসেলারেশন , বা দ্রুতগতির জন্য পুনর্গঠন। এর আওতায় আগামী পাঁচ বছরে অর্থনীতির কাঠামোগত রূপান্তর, উদ্ভাবননির্ভর প্রবৃদ্ধি, শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান এবং বৈশ্বিক সংযোগ সম্প্রসারণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী জানান , ২০৩০-৩১ অর্থবছরের মধ্যে প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৮ দশমিক ৫ শতাংশে উন্নীত এবং মূল্যস্ফীতি ৫ শতাংশের ঘরে নামিয়ে আনার কৌশলগত লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। একই সময়ে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) জিডিপির ২ দশমিক ৭ শতাংশ এবং মোট বিনিয়োগ জিডিপির ৪০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য রয়েছে। বেসরকারি বিনিয়োগকে প্রবৃদ্ধির প্রধান চালিকাশক্তিতে পরিণত করতে বিনিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসা সহজীকরণ প্রক্রিয়া জোরদার করা হচ্ছে বলে জানান তিনি। ব্যবসায়িক অ নুমোদনের জন্য `বাংলাবিজ, নামে সমন্বিত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম চালুর পাশাপাশি ১৯টি সম্ভাবনাময় খাতে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে এফডিআই হিট ম্যাপ প্রকাশ করা হয়েছে।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০২.০৯.২০২৬ রুবাইয়া)

ঢাকায় ভিসা আবেদন কেন্দ্র চালু করলো দক্ষিণ কোরিয়া

ভিএফএস গ্লোবাল ঢাকায় অত্যাধুনিক ভিসা আবেদন কেন্দ্র চালু করেছে দক্ষিণ কোরিয়া। আবেদনকারীরা এখন অনলাইনে পূর্বনির্ধারিত অ্যাপয়েন্টমেন্টের মাধ্যমে ঢাকায় অবস্থি ত নতুন কোরিয়া ভিসা আবেদন কেন্দ্রে সহজেই তাদের আবেদন জমা দিতে পারবেন। বুধবার (২ সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশে নিযুক্ত দক্ষিণ কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রদূত কিম জি -জুন ও ভিএফএস গ্লোবাল দক্ষিণ এশিয়ার চিফ অপারেটিং অফিসার মিস ইউমি তালওয়ার যৌথভাবে এ আবেদন কেন্দ্র উদ্বোধন করেন। এ সময় দক্ষিণ কোরিয়া দূতাবাসের অন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত অত্যাধুনিক কোরিয়া ভিসা আবেদন কেন্দ্রের মাধ্যমে দেশের কোরিয়ান ভিসা আবেদনকারীদের জন্য উন্নত , সহজ ও কার্যকর ভিসা আবেদন অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করা হবে। ভিএফএস গ্লো বালের দক্ষিণ এশিয়ার চিফ অপারেটিং অফিসার মিস ইউমি তালওয়ার বলেন , `আমাদের দক্ষিণ কোরিয়া ভিসা আবেদন কেন্দ্র চালু করা বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তের ভ্রমণকারীদের জন্য ভিসা আবেদন জমা দেওয়ার অভিজ্ঞতাকে উন্নত করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। , তিনি বলেন , `প্রশস্ত, আধুনিক ও কেন্দ্রীয়ভাবে অবস্থিত এ কেন্দ্রটি আবেদনকারীদের জন্য একটি আরামদায়ক ও সুবিধাজনক পরিবেশ নিশ্চিত করবে। পাশাপাশি , প্রশিক্ষিত গ্রাহকসেবা প্রতিনিধিরা আবেদনকারীদের পুরো প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে সহায়তা করবেন।, ভিএফএস গ্লোবাল ২০১১ সাল থেকে দক্ষিণ কোরিয়া প্রজাতন্ত্র সরকারের একটি বিশ্বস্ত অংশীদার হিসেবে ভিসা প্রক্রিয়াকরণ সেবা দিয়ে আসছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি পাঁচটি দেশে সাতটি ডেডিকেটেড ভিসা আবেদন কেন্দ্রের মাধ্যমে দক্ষিণ কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের ভিসা সেবা দেয়। ঢাকায় দক্ষিণ কোরিয়ার ভিসা আবেদন কেন্দ্র টি বিঅ্যান্ডটি নেহালিয়া টাওয়ার, ২য় তলা, প্লট-৮০, ব্লক-বি, কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, বনানী, ঢাকা-১২১৩ এ অবস্থিত। অফিস সময় সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত। ভিসার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য , ফি, অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুকিং ও সেবা সম্পর্কে সবশেষ তথ্যের জন্য আবেদনকারীদের শুধু দক্ষিণ কোরিয়া প্রজাতন্ত্র দূতাবাসের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং ভিএফএস গ্লোবালের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অনুসরণ করার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০২.০৯.২০২৬ রুবাইয়া)

তীব্র লোডশেডিংয়ে দেশবাসীর কাছে ক্ষমা চাইলেন বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী

দেশজুড়ে চলমান তীব্র লোডশেডিং ও বিদ্যুৎ সংকটের জন্য জাতীয় সংসদে দেশবাসীর কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী অনিন্দ্য ইসলাম অমিত। বুধবার (২ সেপ্টেম্বর) স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে জাতীয় সংসদের অধিবেশনে চাঁপাইনবাবগ ঞ্জ-৩ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ নূরুল ইসলামের এক সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে এ দুঃখ প্রকাশ করেন তিনি। একই সঙ্গে বর্তমান বিদ্যুৎ সংকটের জন্য বিগত সরকারের ১৫ বছরের `ভুল ও অপরিকল্পিত নীতি ,কে দায়ী করেন প্রতিমন্ত্রী। জবাবে অনিন্দ্য ইসলাম অমিত বলেন , `বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আমরা কোনো লুকোচুরি করতে চাই না। মানুষ বিদ্যুৎ ও গ্যাসের অভাবে কষ্টে আছে। এ জন্য আমি আমার মন্ত্রণালয় এবং প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের পক্ষ থেকে দেশবাসীর কাছে দুঃখ প্রকাশ করছি। তবে আজকের এই পরিস্থিতি একদিনে তৈরি হয়নি। বিগত দেড় দশক ধরে ফ্যাসিস্ট সরকারের ভুল নীতির অনিবার্য পরিণতি আজ এ দেশের মানুষকে ভোগ করতে হচ্ছে। , অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা তৈরি করেছিল। দেশে গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা ১২ হাজার মেগাওয়াট। এ পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদনে দৈনিক ১ হাজার ৯০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস প্রয়োজন। কিন্তু দেশীয় উৎপাদন ও এলএনজি আমদানি মিলিয়ে পর্যাপ্ত গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে বাধ্য হয়েই বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে।, তিনি জানান, কারিগরি ত্রুটির কারণে পায়রা বিদ্যুৎকেন্দ্রের ৬১৬ মেগাওয়াটের

একটি ইউনিট বন্ধ রয়েছে। মাতারবাড়ী বিদ্যুৎকেন্দ্রের আরও একটি ইউনিট রক্ষণাবেক্ষণে র জন্য বন্ধ রাখা হয়েছে। এ ছাড়া আদানি গ্রুপের সঙ্গে চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ১ হাজার ৬০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়ার কথা থাকলেও বর্তমানে দিনে ৯০০ এবং রাতে ১ হাজার ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাচ্ছে। অন্যদিকে , গত ২১ জুলাই একটি এফএসআরইউ (ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল) নষ্ট হয়ে যাওয়ায় গ্যাস সরবরাহব্যবস্থায় বড় ধরনের বিপর্যয় ঘটে। পরে মেরামতের পর গত ১৫ আগস্ট এটি পুনরায় চালু করা হয়। প্রতিমন্ত্রী বলেন , `আমরা বাধ্য হয়ে অত্যন্ত ব্যয়বহুল ফার্নেস অয়েলভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো থেকে সর্বোচ্চ উৎপাদনের চেষ্টা করছি। বিগত সরকার এসব বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মালিকদের প্রায় ৪৬ হাজার ৫০০ কোটি টাকা বকেয়া রেখে গিয়েছিল। বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর সংকট কাটাতে দ্রুত ৬ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে , যাতে এসব কেন্দ্রের মালিকেরা জ্বালানি আমদানি করে বিদ্যুৎ উৎপাদন অব্যাহত রাখতে পারেন। আশা করছি , সেপ্টেম্বরের মধ্যেই বিদ্যুৎ সরবরাহ পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি হবে। , বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের লক্ষ্যে রাত ৮টার পর দোকানপাট ও বিপণিবিতান বন্ধ রাখার সরকারি নির্দেশনা যথাযথভাবে পালনের জন্য সংসদ সদস্যসহ সবার প্রতি আহ্বান জানান প্রতিমন্ত্রী।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০২.০৯.২০২৬ রুবাইয়া)

বাংলাদেশের সঙ্গে জনগণকেন্দ্রিক সম্পর্ক চায় ভারত হাইকমিশনার

দুই দেশের মধ্যে জনগণকেন্দ্রিক সম্পর্ক নির্মাণে ভারত সরকার আগ্রহী বলে জানিয়েছেন ভারতের হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী। বুধবার (২ সেপ্টেম্বর) জাতীয় সংসদে স্পিকারের অফিসে স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ভারতের হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী। সাক্ষাতে তারা বাংলাদেশ -ভারত দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক বিস্তারে সংসদীয় প্রতিনিধিদলের সফর , রোহিঙ্গা সংকট ও পুনর্বাসন , ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক আদান -প্রদান নিয়ে মতবিনিময় করেন। হাইকমিশনার এসময় ভারতের লোকসভার স্পিকারের পক্ষ থেকে স্পিকারকে ভারত সফরের আমন্ত্রণ জানান। তিনি ভারত -বাংলাদেশের মধ্যে সংসদীয় প্রতিনিধিদলের সফর বিনিময়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন , বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার ঐতিহাসিক সম্পর্ক বিভিন্ন সময়ের প্রেক্ষাপটে পরিবর্তিত হয়েছে। বিগত ২০০৮, ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালের সাজানো নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করেছে। ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে পুনরায় গণতন্ত্রের পথযাত্রা সুগম হয়েছে। তিনি বলেন , শেখ হাসিনার শাসনামলে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে শুধু সরকারকেন্দ্রিক সম্পর্ক ছিল। স্পিকার বলেন , দুই দেশের জনগণের মধ্যকার সম্পর্ক ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্কের ভিত্তি হওয়া উচিত। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও স্বাধীন সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে এ সম্পর্ক সামনে এগিয়ে যাবে। অনুষ্ঠা নে ভারতীয় হাইকমিশনের প্রতিনিধিরা , জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সচিব ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০২.০৯.২০২৬ রুবাইয়া)

তনু হত্যা: দুই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ইন্টারপোলের রেড নোটিশ

কুমিল্লার আলোচিত সোহাগী জাহান তনু হত্যা মামলার দুই অভিযুক্ত অবসরপ্রাপ্ত সেনাসদস্য মো. জাহিদুজ্জামান ও মো. শাহীন আলমের বিরুদ্ধে রেড নোটিশ জারি করেছে ইন্টারপোল। গতকাল মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক অপরাধ পুলিশ সংস্থা ইন্টারপোল এই দুই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পৃথক রেড নোটিশ জারি করে। বুধবার (২ সেপ্টেম্বর) নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পুলিশ সদর দপ্তরের এক কর্মকর্তা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তদন্ত —সংশ্লিষ্ট সূত্র বলছে , পলাতক দুই অভিযুক্তকে আন্তর্জাতিকভাবে শনাক্ত ও তাদের অবস্থান নির্ণয় এবং সংশ্লিষ্ট দেশের আইন অনুযায়ী গ্রেফতারের লক্ষ্যে পিবিআইয়ের অনুরোধে বাংলাদেশ পুলিশের এনসিবি -ঢাকা ইন্টারপোলের মাধ্য মে রেড নোটিশ জারির প্রয়োজনীয় কার্যক্রম নেয়। প্রয়োজনীয় তথ্য ও নথিপত্র যাচাই শেষে গতকাল মঙ্গলবার দুই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পৃথক রেড নোটিশ জারি করে ইন্টারপোল। তদন্তে পাওয়া তথ্য ও সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে এই দুজনকে মামলার গুরুত্বপূর্ণ অভিযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত ক রা হয়েছে। তদন্তকারী সংস্থার তথ্য অনুযায়ী , ঘটনার পরবর্তী পর্যায়ে ডিএনএ নমুনা সংগ্রহের প্রয়োজন দেখা দিলে তাদের নমুনা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়। তবে বর্তমানে তাদের অবস্থান অজ্ঞাত, তারা পলাতক রয়েছেন। তদন্তসংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে , অভিযুক্ত মো. জাহিদুজ্জামান ঘটনার সময় কুমিল্লা সেনানিবাসে সার্জেন্ট এবং শাহীন আলম সৈনিক ছিলেন। মামলার তদন্ত সূত্রে জানা গেছে , এ মামলায় গত ২১ এপ্রিল ঢাকার কেরানীগঞ্জের নিজ বাসা থেকে গ্রেফতার করা হয় অবসরপ্রাপ্ত সেনাসদস্য হাফিজুর রহমানকে। তিনি কুমিল্লা কারাগারে রয়েছেন। হাফিজুর রহমান সেনাবাহিনীর সাবেক সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার। ২০২৩ সালে তিনি সেনাবাহিনী থেকে অবসর নেন। তনু হত্যাকাণ্ডের সময় হাফিজুর কুমিল্লা সেনানিবাসে কর্মরত ছিলেন। ২০১৬ সালের ২০ মার্চ সন্ধ্যায় কুমিল্লা সেনানিবাসের ভেতরে এক বাসায় টিউশনি করতে গিয়ে আর বাসায় ফেরেননি তনু। পরে খোঁজাখুঁজি করে সেনানিবাসের পাওয়ার হাউসের অদূরে ঝোপের মধ্যে তনুর মরদেহ পাওয়া যায়। তাকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয় বলে প্রাথমিকভাবে প্রতীয়মান হয়। পরদিন তার বাবা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের অফিস সহায়ক (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত) ইয়ার হোসেন বাদী হয়ে অজ্ঞাতপরিচয় আসামিদে র বিরুদ্ধে কুমিল্লার কোতোয়ালি মডেল থানায় হত্যা মামলা করেন। এরপর ২০১৬ সালের ৪ এপ্রিল ও ১২ জুন দুই দফা ময়নাতদন্ত প্রতিবেদনে তনুর মৃত্যুর কারণ খুঁজে না

পাওয়ার তথ্য জানায় কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ফরেনসিক বিভাগ। মামলাটি বর্তমানে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (পিবিআই) তদন্তাধীন।(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০২.০৯.২০২৬ রুবাইয়া)

সাড়ে তিন মাস পর ৫ কোটি ডলার কিনলো বাংলাদেশ ব্যাংক

বাজারে ডলারের সরবরাহ বেড়ে যাওয়ায় দাম কমার পরিপ্রেক্ষিতে প্রায় সাড়ে তিন মাস পর বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে নিলামের মাধ্যমে পাঁচ কোটি মার্কিন ডলার কিনেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। গতকাল মঙ্গলবার চারটি ব্যাংক থেকে প্রতি ডলার ১২২ টাকা ৭৫ পয়সা দরে এ ডলার কেনে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এর আগে সর্বশেষ গত ২০ মে বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ডলার কিনেছিল বাংলাদেশ ব্যাংক। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সংশ্লিষ্টরা জানান, মঙ্গলবার সকালে বাজারে ডলা রের দর তুলনামূলক কম ছিল। রেমিট্যান্স হাউজগুলো থেকে ব্যাংকগুলো ১২২ টাকা ৩০ থেকে ৪০ পয়সা দরে ডলার কিনেছে। আর আমদানি দায় বা এলসি নিষ্পত্তিতে দর ছিল ১২২ টাকা ৫০ থেকে ৬০ পয়সা। তবে দুপুরের দিকে বাংলাদেশ ব্যাংক ১২২ টাকা ৭৫ পয়সা দরে ডলার কেনার ঘোষণা দিলে বাজারে এর প্রভাব পড়ে। বিকেলে অনেক ব্যাংক একই দরে রেমিট্যান্সের ডলার কেনা এবং এলসি নিষ্পত্তি শুরু করে। বাণিজ্যিক ব্যাংকের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার মতে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এ ডলার কেনার মধ্য দিয়ে বাজারে একটি বার্তা গেছে যে, ডলারের দর ১২২ টাকা ৭৫ পয়সার নিচে নামতে দেওয়া হবে না। ব্যাংকারদের মতে, বর্তমানে ব্যাংকগুলোর হাতে ডলারের সরবরাহ পর্যাপ্ত। একই সময়ে আমদানি দায় পরিশোধের চাপও কিছুটা কমেছে। বেসরকারি খাতে ঋণপ্রবাহ দুর্বল থাকায় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদাও কম। ফলে চাহিদার তুলনায় সরবরাহ বেশি থাকায় ডলারের দর নিম্নমুখী ছিল। এর আগে গত সপ্তাহের শেষ দিকে ডলারের দর ১২৩ টাকা ৬৫ পয়সা পর্যন্ত উঠেছিল। আবার দুই সপ্তাহ আগে তা নেমে এসেছিল ১২২ টাকায়। ফলে গত কয়েক সপ্তাহে ডলারের দরে উল্লেখযোগ্য ওঠানামা দেখা যাচ্ছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০২.০৯.২০২৬ রিহাব)

হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে ইরানের রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাৎ

বাংলাদেশে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত ড. জলিল রহিমি জাহানাবাদি পররাষ্ট্রবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। বুধবার (২ সেপ্টেম্বর) সকালে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। এসময় তারা পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। সাক্ষাৎকালে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে আশা প্রকাশ করেন যে, এ অঞ্চলের চলমান উত্তেজনার দ্রুত অবসান হবে এবং এ অঞ্চলের জনগণসহ এর বাইরের মানুষের স্বার্থে স্থায়ী শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০২.০৯.২০২৬ রিহাব)

বিমানবন্দরে কোটি টাকার সিগারেট-মোবাইল ফোন জব্দ

ঢাকা ও চট্টগ্রামের দুই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে প্রায় এক কোটি টাকা মূল্যের বিদেশি পণ্য জব্দ করেছে কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর (সিআইআইডি)। এসব পণ্যের মধ্যে রয়েছে সিগারেট, মোবাইল ফোন, ফোনের যন্ত্রাংশ, মদ, ওষুধ ও স্বর্ণালংকার। বুধবার (২ সেপ্টেম্বর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। সিআইআইডি সূত্র জানায়, গত ৩১ আগস্ট ও ১ সেপ্টেম্বর ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৃ থক অভিযান চালিয়ে এসব পণ্য জব্দ করা হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ৩১ আগস্ট গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শাহজালালের এ -শিফটের কর্মকর্তারা সৌদি অ্যারাবিয়ান এয়ারলাইনসের এসভি৮০৪ ফ্লাইটে আগত দুই যাত্রীর ব্যাগেজে তল্লাশি চালান। এসময় মো. মনসুর আলমের কাছ থেকে ২৩১ কার্টন এবং মোহা ম্মদ নওয়াজ শরীফের কাছ থেকে ২৫০ কার্টন সিগারেট জব্দ করা হয়। এগুলোর আনুমানিক বাজারমূল্য ১৯ লাখ ২৪ হাজার টাকা। একই দিনে অপর একটি অভিযানে ব্যাংকক থেকে আসা থাই এয়ারওয়েজের টিজি৩৩৯ ফ্লাইটের যাত্রী টিপু আল ইমরানের ব্যাগেজ তল্লাশি করে বিশেষ কায়দায় লুকানো ৩৬টি স্মার্টফোন জব্দ করা হয়। ফোনগুলোর আনুমানিক বাজারমূল্য ১৫ লাখ ৯৬ হাজার টাকা। ওই ব্যাগেজ থেকে আরও ৫৫০টি বিভিন্ন ব্র্যান্ডের মোবাইল এলসিডি এবং ৯৫০টি মাদারবোর্ডসহ বাটন মোবাইল ফোনের ডিসপ্লে জব্দ করা হয়। এলসিডিগুলোর আনুমানিক মূল্য ২২ লাখ টাকা এবং মাদারবোর্ডগুলোর মূল্য ১৪ লাখ ২৫ হাজার টাকা। এছাড়া বিমানবন্দরে টহল দেওয়ার সময় ব্যাগেজ বেল্টের পাশে পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি হাতব্যাগ পাওয়া যায়। ব্যাগটি তল্লাশি করে তিন লিটার মদ জব্দ করা হয়। এর আনুমানিক বাজারমূল্য ৬০ হাজার টাকা।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০২.০৯.২০২৬ রিহাব)

জলবায়ু পরিবর্তনের বিপদ মোকাবিলায় বিএনপি ব্যাপকভাবে কাজ করছে রিজভী

জলবায়ু পরিবর্তনের বিপদ মোকাবিলায় বিএনপি ব্যাপকভাবে কাজ করছে বলে জানিয়েছেন দলটির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে মানুষের জীবনের ঝুঁকি বাড়ছে। এই বিপদ মোকাবিলায় বৃক্ষরোপণের কোনো বিকল্প নেই। বিএনপি চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বিষয়টি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন। তাই দলের পক্ষ থেকে দেশব্যাপী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। বুধবার (২ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর

৩০০ ফিট সড়কের বসুন্ধরা কনভেনশন সেন্টার সংলগ্ন এলাকায় বিএনপির ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে দেশব্যাপী বৃক্ষরোপণ অভিযান উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। রুহুল কবির রিজভী বলেন , বিএনপির ৩১ দফা কর্মসূচি ও নির্বাচনি ইশতেহারে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি এবং তা মোকাবিলায় করণীয় তুলে ধরা হয়েছে। এর আগে খালেদা জিয়ার ঘোষিত ভিশন-২০৩০,-এও পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। তিনি বলেন , জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি কমাতে বৃক্ষরোপণের পাশাপাশি দেশের জলাভূমি , নদী, নালা, খাল ও বিল পুনর্খনন এবং দূষণমুক্ত করতে হবে। বিভিন্ন শিল্পকারখানার রাসায়নিক ও বিষাক্ত পদার্থের কারণে দেশের জলাশয় ও নদ-নদী দূষিত হচ্ছে। এগুলো রক্ষায় সরকার কাজ করছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০২.০৯.২০২৬ রিহাব)

সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকে প্রথম দিনেই টাকা ফেরত চাইলেন১৮ হাজার গ্রাহক

সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক থেকে আমানতের টাকা ফেরত নিতে আবেদন গ্রহণ শুরু হয়েছে। কার্যক্রম শুরুর প্র থম দিনেই প্রায় ১৮ হাজার ব্যক্তি আমানতকারী টাকা ফেরতের জন্য আবেদন করেছেন। এসব আবেদনের বিপরীতে গ্রাহকরা মোট এক হাজার ৩০০ কোটি টাকা ফেরত চেয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার (১ সেপ্টেম্বর) সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের বিভিন্ন শাখা ও উপশাখায় টাকা উত্তোলনের আবেদন নেওয়া হয়। আবে দন করতে ব্যাংকের শাখা ও উপশাখাগুলোতে গ্রাহকদের ভিড় দেখা যায়। ব্যাংক কর্মকর্তারাও গ্রাহকদের প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেন। ব্যাংক সূত্র জানায় , বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্ধারিত নিয়ম মেনেই আমানত ফেরতের আবেদন নেওয়া হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট শাখা বা উপশাখায় গিয়ে গ্রাহকদের আবেদন করতে হচ্ছে। আবেদন যাচাই-বাছাই শেষে আগামী ৭ সেপ্টেম্বর থেকে যোগ্য গ্রাহকদের টাকা ফেরত দেওয়ার কার্যক্রম শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। সংকটে থাকা পাঁচটি ইসলামী ব্যাংক একীভূত করে সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক গঠন করা হয়েছে। একীভূত ব্যাংকগুলো হলো - এক্সিম ব্যাংক , সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক , গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক ও ইউনিয়ন ব্যাংক। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী , ব্যক্তি আমানতকারীরা তাদের চলতি ও সঞ্চয়ী হিসাবের জমা অর্থ এবং মেয়াদি আমানতের মূল টাকা উত্তোলন করতে পারবেন। তবে এ পর্যায়ে আমানতের বিপরীতে অর্জিত বা প্রাপ্য মুনাফা উত্তোলনের সুযোগ থাকছে না। কোনো আমানতকারী মূল টাকা তুলে নিলে সংশ্লিষ্ট আমানতের ক্ষেত্রে সেটিকে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হবে। এছাড়া হস্তান্তরকারী ব্যাংকের কাছে গ্রাহকের কোনো ঋণ বা আর্থিক দায় থাকলে আমানত ফেরতের আগে পাওনা অর্থ থেকে তা সমন্বয় করা হবে। তবে যেসব গ্রাহক এখনই তাদের আমানত তুলবেন না , তারা হিসাব চালু রাখলে চুক্তিতে নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী প্রযোজ্য হারে মুনাফা পাওয়ার সুযোগ পাবেন। মেয়াদি আমানত নির্ধারিত সময়ের আগে ভাঙলে গ্রাহক মূল টাকা ফেরত পেলেও ওই অর্থের ওপর মু নাফা পাবেন না। তবে কোনো গ্রাহক আংশিক অর্থ উত্তোলন করলে অবশিষ্ট আমানতের ওপর প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী মুনাফা পাওয়ার সুযোগ থাকবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০২.০৯.২০২৬ রিহাব)

রাষ্ট্রপতির কাছে পোশাকখাতের যে চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশ তুলে ধরলো বিজিএমইএ

রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) একটি প্রতিনিধিদল। বুধবার (২ সেপ্টেম্বর) দুপুরে বঙ্গভবনে বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খানের নেতৃত্বে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে জাতীয় অর্থনীতির প্রধান চা লিকাশক্তি তৈরি পোশাক খাতের সার্বিক পরিস্থিতি, উদীয়মান চ্যালেঞ্জ এবং আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের অবস্থান সুদৃঢ়করণসহ দেশীয় শিল্প সুরক্ষার বিভিন্ন নীতিগত বিষয়ে বিশদ আলোচনা হয়। বিজিএমইএ প্রতিনিধিদলে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সহ-সভাপতি ইনামুল হক খা ন, সহ-সভাপতি মো. রেজোয়ান সেলিম, সহ-সভাপতি (অর্থ) মিজানুর রহমান, সহ-সভাপতি ভিদিয়া অমৃত খান , সহ-সভাপতি মো. শিহাব উদ্দোজা চৌধুরী , সহ-সভাপতি মোহাম্মদ রফিক চৌধুরী এবং অন্য পরিচালকরা। বিজিএমইএ সভাপতি দেশীয় শিল্প ও ব্যবসার প্রসারে বর্তমান সরকারের নানামুখী দূরদর্শী ও শিল্পবান্ধব পদক্ষেপের জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ প্রকাশ করেন। বিশেষ করে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক বাস্তবতায় এলডিসি উত্তরণ বিলম্বিতকরণ , নিষ্ক্রিয় ও বন্ধ পোশাক কারখানাগুলো পুনরায় চালু করতে ২০ হাজার কোটি টাকার বিশেষ অর্থায়ন সুবিধা প্রদান, নন-বন্ড কারখানার জন্য বন্ডেড কাঁচামাল সংগ্রহ ও সরাসরি রপ্তানির পথ সুগম করা এবং কাস্টমস প্রক্রিয়া সহজীকরণের মতো সিদ্ধান্তগুলো শিল্প উদ্যোক্তাদের বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছে- যা ইজ অব ডুয়িং বিজনেস নিশ্চিতকরণে বর্তমান সরকারের দূরদর্শিতার ও আন্তরিকতারই বহিঃপ্রকাশ বলে বিজিএমইএ নেতৃবৃন্দ অভিমত প্রকাশ করেন। সাক্ষাৎকালে বিজিএমইএ সভাপতি তৈরি পোশাক খাতের বর্তমান কঠিন বাস্তবতা ও চ্যালেঞ্জগুলো রাষ্ট্রপতির সম্মুখে তুলে ধরেন:

তীব্র জ্বালানি সংকট: পর্যাপ্ত গ্যাস সরবরাহের অভাবে বেশিরভাগ কারখানা সক্ষমতার অর্ধেকেরও কম উৎপাদনে বাধ্য হচ্ছে, যা রপ্তানি অর্ডার হাতছাড়া হওয়ার ঝুঁকি বাড়াচ্ছে।

অস্বাভাবিক উৎপাদন ব্যয়: জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি, ব্যাংক ঋণের উচ্চ সুদহার ও মজুরি সমন্বয়ে গত তিন বছরে উৎপাদন খরচ প্রায় ৪০ শতাংশ বেড়েছে।

রপ্তানি ও বিনিয়োগে মন্দা: ২০২৫-২৬ অর্থবছরে পোশাক রপ্তানি ১.৬৪ শতাংশ এবং ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জুলাইয়ে ১.৯২ শতাংশ কমেছে। পাশাপাশি মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি কমায় নতুন বিনিয়োগ স্থবির হয়ে পড়েছে।
কারখানা বন্ধ: উচ্চব্যয় ও অর্ডার সংকটের মুখোমুখি হয়ে গত তিন বছরে প্রায় ৪০০টি পোশাক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে, যা কর্মসংস্থানের জন্য চরম উদ্বেগজনক। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০২.০৯.২০২৬ রিহাব)

ঘুষ নেওয়া ও পলায়নের অভিযোগে তিন পুলিশ কর্মকর্তা বরখাস্ত

ঘুষ নিয়ে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি, দীর্ঘদিন অনুমতি ছাড়া কর্মস্থলে অনুপস্থিতি ও পলাতক থাকার অভিযোগে পুলিশের তিন কর্মকর্তাকে চাকরি থেকে অপসারণ ও বরখাস্ত করা হয়েছে। বরখাস্ত হওয়া তিন কর্মকর্তা হলেন — নেত্রকোনা ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ও সাবেক রাজশাহী মহানগর পুলিশের (আরএমপি) সহকারী পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ রোকনুজ্জামান , বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশের (বিএমপি) সাবেক অতিরিক্ত উপ -পুলিশ কমিশনার মো. রাশেদুল ইসলাম এবং পুলিশ স্টাফ কলেজের এএসপি মো . হাবিবুল্লাহ দালাল। বুধবার (২ সেপ্টেম্বর) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের শৃঙ্খলা -২ শাখা থেকে জারি করা পৃথক তিনটি প্রজ্ঞাপনে তাদের বিরুদ্ধে বরখাস্তের আদেশ দেওয়া হয়। প্রজ্ঞাপনগুলোতে সই করেন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী। প্রজ্ঞাপনে বলা হয় , মোহাম্মদ রোকনুজ্জামান আরএমপিতে কর্মরত থাকার সময় জনৈক কামরুজ্জামানকে পুলিশের এসআই পদে চাকরি দেওয়ার শর্তে ১৭ লাখ টাকা দাবি করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৫ সালের ৬ আগস্ট, ১৮ আগস্ট ও ২২ সেপ্টেম্বর ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের একটি হিসাবে মোট ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা এবং বিভিন্ন সময়ে বিকাশের মাধ্যমে আরও ৩ লাখ টাকা গ্রহণ করেন তিনি। সব মিলিয়ে ৫ লাখ ৫০ হাজার টাকা নেন। কামরুজ্জামানের চাকরি না হওয়ায় টাকা ফেরতের জন্য চাপ দেওয়া হলে রোকনুজ্জামান ২০১৮ সালের ১০ সেপ্টেম্বর ব্যাংকের মাধ্যমে ৫ লাখ ৩৯ হাজার ৯২৩ টাকা এবং ১১ সেপ্টেম্বর মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে দুই দফায় ১২ হাজার ২৪০ টাকা ফেরত দেন। অর্থাৎ মোট ৫ লাখ ৫২ হাজার ১৬৩ টাকা ফেরত দেওয়া হয়। এ ঘটনায় তদন্তের পর তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা অনুযায়ী `অসদাচরণ, ও `দুর্নীতিপরায়ণতার, অভিযোগ প্রমাণিত হয়। ২০২১ সালে তদন্তকারী কর্মকর্তা অভিযোগের সত্যতা পাওয়ার কথা জানান। পরে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হলেও তিনি কোনো জবাব দেননি। পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) তাকে চাকরি থেকে অপসারণের গুরুদণ্ড দেওয়ার পক্ষে মত দেয়। রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের পর তাকে চাকরি থেকে অপসারণ করা হয়। বর্তমানে তিনি নেত্রকোনার ইন -সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টারে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হিসেবে কর্মরত। অন্যদিকে, মো. হাবিবুল্লাহ দালাল ২০২৫ সালের ২২ জানুয়ারি থেকে ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত ছুটি ভোগের পর ২৬ জানুয়ারি কর্মস্থলে যোগ দেননি। সরকারি অনুমতি ছাড়াই তিনি কর্মস্থলে অনুপস্থিত থেকে অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী স্ত্রীর কাছে চলে যান বলে সরকারি আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে। তার অননুমোদিত অনুপস্থিতি ৬০
দিনের বেশি হলে পুলিশ অধিদপ্তর তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ করে। পরে বিভাগীয় মামলায় `অসদাচরণ, ও `পলায়ন,-এর অভিযোগ আনা হয়। তদন্তে দুই অভিযোগই প্রমাণিত হয়। দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশেরও তিনি জবাব দেননি। পরে পিএসসি তাকে চাকরি থেকে বরখাস্তের পক্ষে মত দেয়। রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের পর পলায়নের তারিখ ২৬ জানুয়ারি ২০২৫ থেকে তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। এছাড়া , মো. রাশেদুল ইসলাম ২০২৫ সালের ৯ মার্চ থেকে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন বলে আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে। তার স্থায়ী ঠিকানায় একাধিকবার নোটিশ এবং ব্যক্তিগত হোয়াটসঅ্যাপ ও ই -মেইলে চিঠি পাঠানো হলেও তিনি কোনো জবাব দেননি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০২.০৯.২০২৬ রিহাব)

খেলাপি ঋণ বেড়ে ৬ লাখ কোটি টাকা ছাড়ালো

দেশের ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ আবারও বেড়েছে। চলতি বছরের জুন শেষে ব্যাংক খাতে মোট খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬ লাখ ৬ হাজার ৫৫৫ কোটি টাকা। এ সময় ব্যাংকগুলোর মোট বিতরণ করা ঋণের ৩২ দশমিক ৭৮ শতাংশ খেলাপি হয়ে গেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী , গত মার্চ শেষে ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ৫ লাখ ৮৮ হাজার ৭০৪ কোটি টাকা। ফলে তিন মাসের ব্যবধানে খেলাপি ঋণ বেড়েছে ১৭ হাজার ৮৫১ কোটি টাকা। মার্চ শেষে মোট বিতরণ করা ঋণের ৩২ দশমিক ২৬ শতাংশ ছিল খেলাপি। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য বলছে, ২০২৫ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ৫ লাখ ৫৭ হাজার ২১৭ কোটি টাকা। সে হিসেবে চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে খেলাপি ঋণ বেড়েছে ৪৯ হাজার ৩৩৮ কোটি টাকা। আর, ২০২৫ সালের জুন শেষে ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ৫ লাখ ৩০ হাজার ৪২৮ কোটি টাকা। এক বছরের ব্যবধানে খেলাপি ঋণ বেড়েছে ৭৬ হাজার ১২৭ কোটি টাকা।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০২.০৯.২০২৬ রিহাব)

ভর্তুকি মূল্যে বিক্রি করতে ৪৪৫ কোটি টাকার তেল-ডাল কিনছে সরকার

নিম্ন আয়ের এক কোটি পরিবারের মধ্যে ভর্তুকি মূল্যে বিক্রির জন্য ২ কোটি লিটার পরিশোধিত পাম অলিন ও ১০ হাজার মেট্রিক টন মসুর ডাল কেনা র সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এতে মোট ব্যয় হবে ৪৪৫ কোটি ৬০ লাখ টাকা। বুধবার (২ সেপ্টেম্বর) সচিবালয়ে অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে এসব ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়া হয়। বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযা য়ী, স্থানীয়ভাবে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে ২ কোটি লিটার পরিশোধিত পাম অলিন কেনা হবে। প্রতি লিটার ১৮৩ টাকা ৮৫ পয়সা দরে এ তেল কিনতে মোট ব্যয় হবে ৩৬৭ কোটি ৭০ লাখ টাকা। পরিবহন খরচসহ টিসিবির গুদাম পর্যন্ত তেল সরবরাহ করবে সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান শবনম ভেজিটেবল অয়েল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, ঢাকা। টিসিবির কার্ডধারী এক কোটি নিম্ন আয়ের পরিবারের কাছে ভর্তুকি মূল্যে বিক্রির লক্ষ্যে এ তেল কেনা হচ্ছে। ক্রয়ের অর্থের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের পাল্টা নিশ্চয়তা রয়েছে। জানা গেছে, ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরে টিসিবির ভোজ্যতেল কেনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ২২ কোটি লিটার। এরই মধ্যে ৮৪ লাখ ১ হাজার ৮০২ লিটার ভোজ্যতেল কেনা হয়েছে। অন্যদিকে একই বৈঠকে ১০ হাজার মেট্রিক টন মসুর ডাল কেনার প্রস্তাবও অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। প্রতি কেজি ৭৭ টাকা ৯০ পয়সা দরে এ ডাল কিনতে মোট ব্যয় হবে ৭৭ কোটি ৯০ লাখ টাকা। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০২.০৯.২০২৬ রিহাব)

কলকাতায় চিকিৎসা করাতে গিয়ে বিপাকে বাংলাদেশিরা, রাত কাটছে রাস্তাতেই

কলকাতায় চিকিৎসা করাতে গিয়ে বিপাকে পড়েছেন বাংলাদেশের বহু রোগী ও তাদের স্বজনেরা। সাম্প্রতিক হোটেল অগ্নিকাণ্ডের পর শহরের বিপুলসংখ্যক আবাসিক হোটেল ও গেস্ট হা উস বন্ধ করে দেওয়ায় হাসপাতালের আশপাশে থাকার জায়গা পাচ্ছেন না তারা। ক্যানসারের চিকিৎসা নিতে আসা অনেক রোগীকে হোটেল না পেয়ে হাসপাতালের বাইরে বা রাস্তায় রাত কাটাতে হচ্ছে। এতে চিকিৎসার পাশাপাশি খাবার , বিশ্রাম ও নিরাপদে থাকার বিষয়টি নিয়েও চরম অনিশ্চয়তায় পড়েছেন তা রা। গত ১৮ আগস্ট কলকাতার মির্জা গালিব স্ট্রিটের ‘শিখা ইন, আবাসিক হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ঘুমন্ত অবস্থায় নয়জনের মৃত্যু হয়। তাদের মধ্যে সাতজনই ছিলেন বাংলাদেশের নাগরিক। এই ঘটনার পর কলকাতা পৌরসভা , ফায়ার সার্ভিস ও কলকাতা পুলিশ শহরের বিভিন্ন হোটেলে পরিদর্শন শুরু করে। হোটেলগুলোর অগ্নিনিরাপত্তা ও অবকাঠামো যাচাই করতে গিয়ে কলকাতার বিপুলসংখ্যক হোটেলকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। পর্যাপ্ত অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা না থাকায় প্রায় ৮০০টি আবাসিক হোটেল ও গেস্ট হাউস বন্ধ করে দিয়েছে প্রশাসন। কলকাতাজুড়ে যে অল্প কয়েকটি হোটেল খোলা রয়েছে , সেগুলোতেও থাকার জায়গা পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। কোথাও কোথাও বাড়তি ভাড়াও নেওয়া হচ্ছে। কলকাতার ‘মিনি বাংলাদেশ, হিসেবে পরিচিত নিউ মার্কেট এলাকা। সেখানে হোটেল বন্ধ থাকায় বাংলাদেশ থেকে চিকিৎসা নিতে আসা রোগী ও তাদের স্বজনেরা বিপাকে পড়েছেন। শুধু বাংলাদেশি রোগী ও স্বজনে রাই নন, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে চিকিৎসা নিতে আসা ভারতীয় নাগরিকেরাও একই সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন। ক্যানসারের চিকিৎসায় কেমোথেরাপি দেওয়ার পর রোগীকে পর্যাপ্ত বিশ্রামে থাকতে হয়। এ কারণে হাসপাতালের কাছাকাছি আবাসনের প্রয়োজন হয় রোগী ও তাদের স্বজনদের। ঠাকুরপুকুর ক্যানসার রিসার্চ সেন্টারের আশপাশের পরিস্থিতিও একই। ওই এলাকার প্রায় সব হোটেল ও গেস্ট হাউস বন্ধ। কয়েকটি হোটেল খোলা থাকলেও সেখানে কোনো কক্ষ খালি নেই। কয়েকটি হোটেলে কক্ষ পাওয়া গেলেও বাড়তি ভাড়া চাওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করছেন ভুক্তভোগীরা। এতে বাংলাদেশি নাগরিক দের পাশাপাশি ভারতীয় রোগীরাও পড়েছেন চরম ভোগান্তিতে। সাধারণত কলকাতায় চিকিৎসা নিতে আসা বাংলাদেশি নাগরিকেরা ঠাকুরপুকুর ও মুকুন্দপুরের হাসপাতালসংলগ্ন এলাকায় থাকার জন্য বেছে নেন। তুলনামূলক কম খরচে থাকার ব্যবস্থা পাওয়া যায় এবং হাসপাতালের কাছাকাছি থাকায় যাতায়াতও স হজ হয়। কিন্তু বর্তমানে হোটেল বন্ধ থাকায় ঠাকুরপুকুর ক্যানসার রিসার্চ সেন্টারের সামনে এসে অনেক বাংলাদেশি রোগী ও তাদের স্বজনদের বাইরে অপেক্ষা করতে দেখা যাচ্ছে। কম খরচে উন্নত চিকিৎসা পাওয়া যায় বলে এই হাসপাতালটি বাংলাদেশি রোগীদের কাছে বেশ জনপ্রিয়। ফলে প্রতিবছরই বাংলাদেশ থেকে অনেক রোগী এখানে চিকিৎসা নিতে আসেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০২.০৯.২০২৬ রিহাব)

স্থানীয় নির্বাচন: ভোটার এলাকা পরিবর্তনে আবেদন ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত

স্থানীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে আগামী ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভোটার এলাকা পরিবর্তনের জন্য আবেদন করা যাবে। ১০ সেপ্টেম্বর এসব আবেদন নিষ্পত্তি করা হবে। বুধবার (২ সেপ্টেম্বর) ইসির সিনিয়র সহকারী সচিব মো. নাসির উদ্দিন চৌধুরীর সই করা এ সংক্রান্ত চিঠি থেকে এ তথ্য জানা গেছে। মাঠ কর্মকর্তাদের পাঠানো ওই চিঠিতে বলা হয়েছে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচন উপলক্ষে আবাসস্থল পরিবর্তনের কারণে ভোটার স্থানান্তরের আবেদন দাখিল , ইস্যুকরণ এবং দাখিল করা আবেদন নিষ্পত্তি করতে নির্বাচন কমিশন সময় নির্ধারণ করেছে। আবাসস্থল পরিবর্তনের কারণে ভোটার স্থানান্তরের জন্য আবেদন দাখিলের শেষ তারিখ ৭ সেপ্টেম্বর। দাখিল করা আবেদন ইস্যু করার শেষ তারিখ ৯ সেপ্টেম্বর এবং ভোটার স্থানান্তরের জন্য দাখিল করা আবেদন নিষ্পত্তির শেষ তারিখ ১০ সেপ্টেম্বর। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০২.০৯.২০২৬ রিহাব)

বাংলাদেশ-সৌদি সামরিক অংশীদারত্বকে নতুন উচ্চতায় নিয়েযাওয়ার আশাবাদ

বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের মধ্যে বিদ্যমান কৌশলগত ও সামরিক অংশীদারত্বকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এ কে এম শামছুল ইসলামের সঙ্গে বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত ড. আবদুল্লাহ জাফর বিন আবিয়ার সৌজন্য সাক্ষাৎকালে এ আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। বুধবার (২ সেপ্টেম্বর) ঢাকা সেনানিবাসের সশস্ত্র বাহিনী বিভাগে প্রতিরক্ষা উপদেষ্টার কার্যালয়ে এ সাক্ষাৎ হয়। আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। সাক্ষাৎকালে বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের মধ্যকার ঐতিহাসিক ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক, প্রতিরক্ষা খাতের পারস্পরিক সহযোগিতা ও দ্বিপক্ষীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট নানা দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০২.০৯.২০২৬ রিহাব)

বাংলাদেশে ই-পার্লামেন্ট বাস্তবায়নে ভারতের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে চাই

বাংলাদেশে ই-পার্লামেন্ট ব্যবস্থা বাস্তবায়নে ভারতের প্রযুক্তিগত সহযোগিতা ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর আগ্রহ প্রকাশ করেছেন জাতীয় সংসদে ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামাল। বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী বুধবার (২ সেপ্টেম্বর) সংসদ ভবনে ডেপুটি স্পিকারের কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি এ আগ্রহের কথা জানান। সাক্ষাৎকালে বাংলাদেশ ও ভারতের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক, সংসদীয় কূটনীতি, তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারসহ সংসদীয় কার্যক্রমের আধুনিকায়ন এবং পারস্প রিক সহযোগিতা জোরদারের নানা বিষয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকের শুরুতে ভারতীয় হাইকমিশনার লুই আই কানের নকশায় নির্মিত জাতীয় সংসদ ভবনের চমৎকার স্থাপত্যশৈলীর প্রশংসা করেন। উভয় দেশের ঐতিহাসিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, বাংলাদেশ ও ভারত অভিন্ন ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বন্ধনে আবদ্ধ। দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ককে আরও উচ্চতায় নিতে দুই দেশের সংসদ সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ, সফর ও মতবিনিময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। ডেপুটি স্পিকার কায়সার কামাল ভারতের পার্লামেন্টকে আধুনিক আখ্যায়িত করে বলেন, `বাংলাদেশ এরই মধ্যে ই-পার্লামেন্ট ব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ নিয়েছে এবং এর সফল বাস্তবায়নে আমরা ভারতের প্রযুক্তিগত সহযোগিতা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে চাই।, (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০২.০৯.২০২৬ রিহাব)

এআই বিচারব্যবস্থার সামনে নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে আইনমন্ত্রী

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান বলেছেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) বিচারব্যবস্থার সামনে নতুন ধরনের চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে। এআইয়ের প্রভাব ও অপব্যবহার থেকে বিচারব্যবস্থাকে সুরক্ষিত রাখতে বিচারকদের এআই সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং নিজস্ব প্রজ্ঞা ও বিচারিক বিচক্ষণতা প্রয়োগ করা প্রয়োজন। তিনি বলেন, এআই ব্যবহার করে কারও কণ্ঠস্বর নকল করা, ছবি পরিবর্তন বা সুপারইম্পোজ করা এবং মানুষের কাছে বিভ্রান্তিকর তথ্যকে বিশ্বাসযোগ্য করে উপস্থাপন করা সম্ভব হচ্ছে। এমনকি এআই মানুষের চিন্তা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ওপরও প্রভাব ফেলতে পারে। তাই এআইয়ের ঝুঁকি ও অপব্যবহার মোকাবিলায় কার্যকর নিয়ন্ত্রণ কাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন। বুধবার (২ সেপ্টেম্বর) দুপুরে রাজধানীর এশিয়াটিক সোসাইটি মিলনায়তনে আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সমাপনী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের উদ্যোগে লিগ্যালাইজড এডুকেশন বাংলাদেশ এবং দ্য সোসাইটি ফর জাস্টিজ অ্যান্ড এআই -এর সহযোগিতায় আয়োজিত বাংলাদেশ এআই গভর্নেন্স সামার স্কুল ২০২৬ শীর্ষক পাঁচ দিনব্যাপী নির্বাহী পর্যায়ের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে আইনমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশসহ গোটা বিশ্ব এআই যুগে প্রবেশ করেছে। কিন্তু এআই ব্যবহারের ঝুঁকি এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ কাঠামো এখনো যথাযথভাবে গড়ে ওঠেনি। আগামী দিনে এআই যেভাবে মানুষকে নির্দেশনা দেবে, প্রভাবিত করবে এবং কখনো সঠিক আবার কখনো বিভ্রান্তিকর পথে পরিচালিত করতে পারে, তা চিন্তার বিষয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০২.০৯.২০২৬ রিহাব)

রেডিও টুডে

কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানে প্রশিক্ষণ দেবে সরকারঃ প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কারিগরি গড়ে তোলা।বার্তা সংস্থা ইউএনবি জানায় বুধবার জাতীয় সংসদে কুমিল্লা-৬ আসনের সংসদ সদস্য মো. মনিরুল হক চৌধুরীর সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।প্রধানমন্ত্রী বলেন, `কওমি মাদ্রাসার সমন্বয়, উন্নয়ন ও পাবলিক পরীক্ষা পরিচালনার জন্য ২০০৬ সালে একটি গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ``কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড বাংলাদেশ,, নামে একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে, ``আল-হাইয়াতুল উলিয়া লিল-জামিয়াতিল কওমিয়া বাংলাদেশের,, অধীনে সরকার ২০১৮ সালে কওমি মাদ্রাসার দাওরা-ই-হাদিস সনদকে ইসলাম শিক্ষা ও আরবিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রির সমতুল্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে একটি আইন প্রণয়ন করে। সেই সঙ্গে ছয়টি

কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়।, তারেক রহমান বলেন, `ছয়টি বোর্ড হলো- বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ, বেফাকুল মাদারিসিল কওমিয়া গওহরডাঙ্গা বাংলাদেশ, আঞ্জুমানে ইত্তেহাদুল মাদারিস বাংলাদেশ , আজাদ দীনি আদারায়ে তালিম বাংলাদেশ বোর্ড, তানযীমুল মাদারিসিদ দিনিয়া বাংলাদেশ ও জাতীয় দ্বীনি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড বাংলাদেশ।, প্রধানমন্ত্রী বলেন, `বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (মাদ্রাসা) জনশক্তি কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা, ২০২৬, সংশোধনের পর গত ২৩ জুন ছয়টি কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের সনদপত্রগুলো স্বীকৃতি পেয়েছে। এর ফলে কওমি মাদ্রাসা থেকে ইলমুল কিরাত বা হিফজুল কুরআন সনদসহ দাওরা-ই-হাদিস ডিগ্রিধারীরা সহকারী মৌলভী এবং এবতেদায়ি ক্বারী পদে নিয়োগের জন্য যোগ্য হয়েছেন।, লক্ষ্মীপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য আবুল খায়ের ভূঁইয়ার সাধারণ শিক্ষা পাঠ্যক্রমে আরও আরবি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, `এটি একটি ভালো পরামর্শ।, প্রধানমন্ত্রী বলেন, `ধর্মীয় শিক্ষা ইতোমধ্যেই নিয়মিত পাঠ্যক্রমের অংশ। এটিকে কীভাবে আরও উন্নত করা যায়, তা সরকার পর্যালোচনা করবে।, ইবতেদায়ী মাদ্রাসা জাতীয়করণের বিষয়ে কুড়িগ্রাম-৩ আসনের সংসদ সদস্য মো. মাহবুবুল আলমের একটি সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ বিষয়ে একটি পৃথক নোটিশ দাখিল করতে বলেছেন। তারেক রহমান বলেন, `আপনারা যদি আমাকে আলাদাভাবে নোটিশ দেন, বিষয়টি যথাযথভাবে খতিয়ে দেখে বিস্তারিত তথ্য সংসদে পেশ করবো।,(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০২.০৯.২০২৬ আসাদ)

১০ সংসদীয় কমিটি গঠনে সভাপতি রাখা হয়নি বিরোধী দলের কাউকে

জাতীয় সংসদে আরও ১০টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়েছে। তবে এসব কমিটির কোনোটির সভাপতিই বিরোধী দলের কাউকে করা হয়নি। এ নিয়ে বুধবার সংসদের বৈঠকে সরকারি ও বিরোধী দলের সদস্যদের মধ্যে বিতর্ক হয়। বিরোধী দলীয় উপনেতা সৈয়দ মো. আব্দুল্লাহ মো. তাহের অভিযোগ করেন, সংসদে প্রতিনিধিত্বের অনুপাতে কমিটির সভাপতির পদ পাওয়ার কথা থাকলেও সরকার তা উপেক্ষা করেছে। এভাবে কমিটি গঠন অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে বিরোধী দল সংসদে না-ও থাকতে পারে বলে হুঁশিয়ারি দেন তিনি। তাঁর বক্তব্যের পর বিরোধী দলের অধিকাংশ সদস্য অধিবেশন কক্ষ ত্যাগ করেন। তবে এনসিপির হাসনাত আবদুল্লাহ ও বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের সাইয়েদ উদ্দিন আহমেদ হানজালা অধিবেশন কক্ষে ছিলেন।

(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০২.০৯.২০২৬ আসাদ)

ময়মনসিংহে দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে ৩ জন নিহত

ময়মনসিংহ সদর উপজেলায় যাত্রীবাহী দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে ৩ জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ৮ জন। বুধবার সন্ধ্যা পৌনে ৬টার দিকে ময়মনসিংহ-ফুলপুর আঞ্চলিক সড়কের আলালপুর এলাকার খালেক ফিলিং স্টেশনের সামনে এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন হালুয়াঘাট উপজেলার কারাকান্দা গ্রামের সোসেন আলীর ছেলে আব্দুর রাজ্জাক এবং ফুলপুর উপজেলার সিংহেরশ্বর গ্রামের তোফাজ্জল হোসেন । নিহত অপর ব্যক্তির পরিচয় এখনো পাওয়া যায়নি। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বিকেল পৌনে ৬টার দিকে ময়মনসিংহ থেকে ছেড়ে যাওয়া হালুয়াঘাটগামী `ইমাম পরিবহন,-এর একটি যাত্রীবাহী বাস আলালপুর খালেক ফিলিং স্টেশনের কাছাকাছি পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা `শ্যামলী বাংলা পরিবহন,-এর অপর একটি যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে বাস দুটির সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই আব্দুর রাজ্জাক নামে এক যাত্রী মারা যান। এসময় আহত হন অন্তত ১০ জন। ঘটনার পরপরই স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেয় এবং আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তোফাজ্জল হোসেন ও অজ্ঞাত পরিচয়ের আরও এক ব্যক্তিকে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০২.০৯.২০২৬ আসাদ)

চলতি বছরের জুন পর্যন্ত ৬ লাখ কোটি টাকা ছাড়াল খেলাপি ঋণ

চলতি বছরের জুন পর্যন্ত দেশের ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬ লাখ ৬ হাজার ৫৫৫ কোটি টাকা। যা মোট বিতরণ করা ঋণের ৩২ দশমিক ৭৮ শতাংশ। বুধবার বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক আরিফ হোসেন খান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালের জুন মাস শেষে দেশের ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণ ছাড়িয়েছে ৬ লাখ ৬ হাজার কোটি টাকা। যা বিতরণ করা ঋণের ৩২ দশমিক ৭৮ শতাংশ। যেখানে চলতি বছরের মার্চ মাস শেষে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ৫ লাখ ৮৮ হাজার কোটি টাকা। যা মোট ঋণের ৩২ দশমিক ২৬ শতাংশ। এর আগে চলতি বছরের শুরুতে ব্যাংক খাতের খেলাপি ঋণ ছিল ৫ লাখ ৪৪ হাজার কোটি টাকা। অর্থাৎ, বছরের প্রথম ৬ মাসে খেলাপি ঋণ বেড়েছে ৬১ হাজার কোটি টাকার বেশি।বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে, উল্লেখ্য সময়ে ঋণ বিতরণের সঙ্গে সঙ্গে নতুন ঋণ খেলাপি কম হয়েছে। তবে পূর্বের খেলাপি ঋণের সুদ ও উচ্চ আদালতের আদেশের ইতিবাচক আদেশের ফলেও খেলাপি ঋণ বেড়েছে।

(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০২.০৯.২০২৬ আসাদ)

জ্বালানি সংকট দূর করতে বড় পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে সরকার: প্রধানমন্ত্রী

দেশের জ্বালানি সংকট দূর করতে সরকার বড় ধরনের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। বুধবার বিকেলে জাতীয় সংসদ অধিবেশনের প্রশ্নোত্তর পর্বে তিনি এসব তথ্য জানান।প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশীয় গ্যাসের উৎপাদন বাড়াতে ১৫০টি কূপ খনন ও ওয়ার্কওভারের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এরই মধ্যে ৩০টি কূপের খননকাজ শেষ হয়েছে। এসব কূপ থেকে জাতীয় গ্রিডে দৈনিক ১৪০ এমএমসিএফডি গ্যাস যুক্ত হয়েছে বলে জানান তিনি। তিনি বলেন, বর্তমানে সাতটি কূপের খননকাজ চলছে। এগুলোর কাজ শেষ হলে জাতীয় গ্রিডে আরও ৮৫ এমএমসিএফডি গ্যাস যুক্ত হবে। এ ছাড়া ২০২৮ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে মহেশখালীর কুতুবজোনে একটি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল চালু হবে বলে আশা প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী। তারেক রহমান বলেন, পায়রা, মোংলা অথবা দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অন্য কোনো এলাকায় আরও দুটি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। আগামী দুই বছরের মধ্যে দেশে এলএনজি আমদানির সক্ষমতা আরও ৬০০ এমএমসিএফডি বাড়ানো হবে।

(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০২.০৯.২০২৬ আসাদ)

তৈরী পোশাক রপ্তানি খাতের সমস্যা দ্রুত সমাধানের আহ্বান রাষ্ট্রপতির

রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বাংলাদেশের তৈরী পোশাক রপ্তানি খাতে বিদ্যমান সমস্যাগুলোকে দ্রুত সমাধানের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে দেশের তৈরী পোশাক শিল্পে যে অব্যবস্থাপনা ও অনিয়ম চলে আসছে তা সমাধানে সরকার কাজ করছে। বিদ্যমান সমস্যাগুলো দ্রুত সমাধানের সর্বোচ্চ চেষ্টা অব্যাহত আছে। আজ দুপুরে রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির বিজিএমইএ পরিচালনা পর্ষদের একটি প্রতিনিধিদল সৌজন্য সাক্ষাৎকালে রাষ্ট্রপতি এ কথা বলেন। রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব মো. সরওয়ার আলম সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে বাসসকে এসব তথ্য জানান। বিজিএমইএ,র সভাপতি মাহমুদ হাসান খান এই প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন। এসময় প্রতিনিধিদল বাংলাদেশের তৈরী পোশাক শিল্পে বিদ্যমান সমস্যাগুলো রাষ্ট্রপতির কাছে তুলে ধরে তা সমাধানে তাঁর সহযোগিতা কামনা করেন। জবাবে রাষ্ট্রপতি তাদের সমস্যাগুলো সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যাপারে আশ্বস্ত করেন। সাক্ষাৎকালে বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি বিজিএমইএ আগামী ১৯ নভেম্বর ২০২৬, বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠেয় ২৫তম বাটেক্সপো ২০২৬-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতিকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানান। রাষ্ট্রপতি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার আশা□বাদ ব্যক্ত করেন। সাক্ষাৎকালে রাষ্ট্রপতির সচিবগণ ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০২.০৯.২০২৬ আসাদ)

৬ মাসে দুই লাখ বাংলাদেশি নেয়ার বিষয় যা বললো মালয়েশিয়া

আগামী ছয় মাসের মধ্যে মালয়েশিয়া প্রায় দুই লাখ বাংলাদেশি কর্মী নিয়োগ করবে বলে যে দাবি করা হয়েছিল, তা নাকচ করে দিয়েছে দেশটি। মালয়েশিয়া সরকারের মুখপাত্র এবং যোগাযোগমন্ত্রী ফাহমি ফাদজিল জানিয়েছেন, বাংলাদেশের একজন প্রতিমন্ত্রী এই দাবি করেছেন। এটি বাংলাদেশ সরকারের আনুষ্ঠানিক কোনও অবস্থান নয়। খবর নিউ স্ট্রেইটস টাইমস ও ফ্রি মালয়েশিয়া টুডের। বুধবার মালয়েশিয়ার মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, `আমি এ বিষয়ে মানবসম্পদ মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি। আমাকে জানানো হয়েছে যে, বিবৃতিটি একজন প্রতিমন্ত্রী দিয়েছেন।, মঙ্গলবার বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম দাবি করেছিলেন, সেপ্টেম্বরের শেষের দিক থেকে পর্যায়ক্রমে এই কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হবে। বাংলাদেশে নিযুক্ত মালয়েশিয়ার হাইকমিশনার শুহাদা ওসমানের সঙ্গে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী আব্দুল মঈন খানের সাক্ষাতের পর সাংবাদিকদের এ কথা জানান তিনি। অন্যদিকে, শরণার্থীদের প্রত্যাবাসনের জন্য মিয়ানমার এখনও অনিরাপদ বলে জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআর যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে, তারও জবাব দিয়েছেন ফাহমি। মালয়েশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ হাসানের বরাত দিয়ে ফাহমি ফাদজিল বলেন, স্বেচ্ছায় প্রত্যাবাসন কর্মসূচির প্রথম ধাপে ১ হাজার ৪৭৬ জন শরণার্থী একটি নথিতে স্বাক্ষর করে জানিয়েছেন, তারা স্বেচ্ছায় মিয়ানমারে ফিরে যাচ্ছেন। ফাহমি আরও বলেন, `ইমিগ্রেশন বিভাগের হাতে আটক মিয়ানমারের ১০ হাজারেরও বেশি শরণার্থীর মধ্য থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ৫ হাজার জনকে যাচাই-বাছাই করে তাদের নামের তালিকা মিয়ানমার দূতাবাসে পাঠায়। সেই তালিকা থেকে মিয়ানমার সরকার ১ হাজার ৪৭৬ জন শরণার্থীকে ফেরত নিতে সম্মত হয়েছে।,

(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০২.০৯.২০২৬ আসাদ)

গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ৫ জনের মৃত্যু

দেশজুড়ে গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। এতে চলতি বছর মশাবাহিত রোগটিতে এ পর্যন্ত মোট প্রাণহানি ১০৭ জনে দাঁড়াল। এ ছাড়া গত একদিনে ডেঙ্গু নিয়ে নতুন করে ১ হাজার ১১০ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। বুধবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ডেঙ্গু-বিষয়ক নিয়মিত প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

জানিয়েছে, গত একদিনে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন ও ময়মনসিংহ বিভাগে ডেঙ্গুতে ২ জন করে মোট ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। পাশাপাশি এই সময়ে বরিশাল বিভাগে ডেঙ্গুতে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০২.০৯.২০২৬ আসাদ)

সাজার বিরুদ্ধে বিদিশার আপিল, জামিন নামঞ্জুর করেন আদালত

ফ্ল্যাট বিক্রির নামে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে রাজধানীর গুলশান থানার প্রতারণার মামলায় দুই বছরের সাজাপ্রাপ্ত সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রয়াত হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সাবেক কনিষ্ঠ স্ত্রী বিদিশা সিদ্দিক সাজার বিরুদ্ধে আপিল করেছেন। একই সঙ্গে আপিলের শর্তে জামিন চাইলে তা নামঞ্জুর করেন আদালত। বুধবার ঢাকা মহানগর দায়রা জজ মো. শাহজাহান কবির শুনানি শেষে জামিন আবেদন নাকচ করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে তাকে আপাতত কারাগারেই থাকতে হবে। আসামিপক্ষের আইনজীবী মো. মাহমুদুল কবির জানান, `আমরা সাজার বিরুদ্ধে আপিল করেছি। আদালত আপিলটি গ্রহণ করেন। একই সঙ্গে জামিন আবেদন করছিলাম। শুনানিতে বলেছি, বিদিশা এরশাদের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন সন্তান রয়েছে। তাকে নারী বিবেচনায় জামিন মঞ্জুর করা হোক। কিন্তু তার হাজতবাস কম থাকায় জামিন নামঞ্জুর হয়েছে। এই আদেশের বিরুদ্ধে আমরা উচ্চ আদালতে যাব।,
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০২.০৯.২০২৬ আসাদ)

নিরপেক্ষ সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার হয়েছে: স্পিকার

জাতীয় সংসদের স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ বীর বিক্রম বলেছেন , বিগত ১৫ বছর আওয়ামী লীগের শাসনামলে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুম ও অর্থপাচারের মতো নানাবিধ বেআই নি কর্মকাণ্ডের বিস্তার লাভ করেছে। তিনি বলেন , সর্বশেষ অনুষ্ঠিত নিরপেক্ষ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার হয়েছে। মঙ্গলবার (০১ সেপ্টেম্বর) আইপিইউ মহাসচিব অ্যান্ডা ফিলিপের বাংলাদেশে আগমন উপলক্ষ্যে জাতীয় সংসদের এলডি হলে আয়োজিত এক সংগী ত সন্ধ্যা ও নৈশভোজ অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। আইপিইউ মহাসচিব অ্যান্ডা ফিলিপ ও প্রতিনিধিদল সংগীত সন্ধ্যা ও নৈশভোজে অংশগ্রহণ করেন। স্পিকার বলেন , প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে বর্তমান সরকার জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে কাজ করছে। বর্তমান সরকারকে অবশ্যই আই নের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হবে। তিনি বলেন , আইপিইউ ১৮৮৯ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই মানবাধিকার সংরক্ষণ ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে সংসদীয় সম্পর্ক বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এটি জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশগত সুরক্ষায়ও গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তিনি আরও বলেন , বাংলাদেশ একটি প্রাকৃতিকভাবে পরিবেশগত বিপর্যয়প্রবণ দেশ হওয়ার কারণে আইপিইউ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। স্পিকার বলেন , বৈশ্বিক জ্বালানি সংকট ও মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের কারণে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নেতি বাচক প্রভাব পড়ছে। আইপিইউ বিশ্বে সংসদীয় নেতৃত্ব তৈরির মাধ্যমে গণতান্ত্রিক কাঠামোতে এসব সমস্যা কার্যকরী প্রভাব বিস্তার করতে পারে। আইপিইউ মহাসচিব অ্যান্ডা ফিলিপ বলেন , বাংলাদেশে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সংসদ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। জনগণ তাদের ভাগ্যোন্নয়নে এবং মানবিক মর্যাদা সুরক্ষায় ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে। তিনি বলেন , সংসদ হলো গণতন্ত্রের ভিত্তি। সংসদকে মানবাধিকার ও আইনের শাসন সুরক্ষায় অভিভাবকের ভূমিকা পালন করতে হবে। আলোচনা শেষে নেত্রকোনার বিরিশিরি একাডেমির মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা অনুষ্ঠিত হয়। এসময় স্পিকারসহ আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ সংগীত সন্ধ্যা উপভোগ করেন। পরে , আইপিইউ মহাসচিব নৈশভোজে অংশগ্রহণ করেন।(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ০২.০৯.২০২৬ এলিনা)

ভারতসহ কোনো প্রতিবেশীকে বাংলাদেশ হেয় করে না: চিফ হুইপ

ভারত আমাদের প্রতিবেশী, তাই কোনো প্রতিবেশীকে বাংলাদেশ হেয় করে না বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ নূরুল ইসলাম মনি। বুধবার দুপুরে ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার দিনেশ ত্রিবেদী সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন। এসময় দু ,দেশের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে তিনি বলেন , `ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক মর্যাদার ভিত্তিতে বজায় রাখা হবে। , চিফ হুইফ বলেন, `ভারত বাংলাদেশের কল্যাণ চাইলে যারা এদেশের গণতন্ত্র ও মানবাধিকার ধ্বংস করেছে তাদের জায়গা দেবে না। , প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ভারত সফর নিয়ে তিনি বলেন, `নির্দিষ্ট সময়ের শর্ত জুড়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে ভারত সফরের আমন্ত্রণ জানালে সেটা ভালো নয়। , এসময় দু,দেশের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে চিফ হুইপ বলেন, `ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক মর্যাদার ভিত্তিতে বজায় রাখা হবে।, নূরুল ইসলাম মনি বলেন, `গত ১৬-১৭ বছর যারা দেশের মানুষের উপর নিপীড়ন চালিয়েছে, গুম-খুন করেছে এমন অনেকেই ভারতে পালিয়ে গেছে। ভারতের কাছে প্রত্যাশা করব কোন অপরাধীকে তারা যেনো আশ্রয়-প্রশ্রয় না দেয়। , এসময় ভারত বাংলাদেশের কল্যাণ চাইলে যারা এদেশের গণতন্ত্র ও মানবাধিকার ধ্বংস করেছে তাদের জায়গা দেবে না বলেও উল্লেখ করেন তিনি। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ০২.০৯.২০২৬ এলিনা)

`মক্কা চুক্তি, নিয়ে ঢাকার সিদ্ধান্তের বিষয় নিয়ে যা বললেন ইরানের রাষ্ট্রদূত

সৌদি আরব, তুরস্ক ও পাকিস্তানের `মক্কা চুক্তিকে, ইরানের বিরুদ্ধে নেয়া কোনো পদক্ষেপ হিসেবে দেখছে না ইরান। তাছাড়া এ চুক্তিতে বাংলাদেশের যুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েও ইরানের কোনো উদ্বেগ নেই বলে জানিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত জালিল রহিম জাহানাবাদী। বুধবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন। বার্তা সংস্থা ইউএনবি এ খবর জানিয়েছে। রাষ্ট্রদূত বলেন , `আমরা মক্কা শান্তি চুক্তিকে ইরানের বিরুদ্ধে মনে করি না। বাংলাদেশের সিদ্ধান্ত নিয়েও আমরা উদ্বিগ্ন নই।, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে জাহানাবাদী বলেন, `আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভারসাম্যপূর্ণ নীতি ইরান ভালোভাবেই বোঝে।, আন্তর্জাতিক ও নিরাপত্তা সম্পর্ক নিয়ে বাংলাদেশের সিদ্ধান্ত ইরানের জন্য উদ্বেগের কারণ হবে না বলেও উল্লেখ করেন তিনি। রাষ্ট্রদূত বলেন, `বাংলাদেশের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ককে তারা গুরুত্ব দেন। ঢাকার সঙ্গে রাজনৈতিক , বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দুই দেশের সহযোগিতা আরও বাড়াতে চায় তেহরান। , পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির বলেন , `বাংলাদেশ চায় মধ্যপ্রাচ্যে চলমান উত্তেজনা দ্রুত শেষ হোক এবং দীর্ঘস্থায়ী শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরে আসুক। , পাকিস্তান ও সৌদি আরবসহ আঞ্চলিক দেশগুলোর নিরাপত্তা সহযোগিতা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে ইরানি রাষ্ট্রদূত বলেন , `ইরান এসব উদ্যোগকে প্রতিবেশী ও আঞ্চলিক দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্কের জন্য হুমকি হিসেবে দেখে না। , তার মতে, সাম্প্রতিক আঞ্চলিক নিরাপত্তা উদ্যোগগুলো থেকে বোঝা যাচ্ছে , দেশগুলো নিজেদের নিরাপত্তার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভর না করে নিজেরাই ব্যবস্থা নিতে চাইছে। মক্কা চুক্তি এর ভালো প্রমাণ। এর আগে , রোববার পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির বলেছিলেন, মক্কা প্রতিরক্ষা চুক্তিতে বাংলাদেশের যোগ দেয়াতে কোনো ঝুঁকি দেখছে না এবং এতে অন্য অংশীদারদের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কেও কোনো বাধা তৈরি হবে না।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ০২.০৯.২০২৬ এলিনা)

BBC

ALLEGED US ATTACK ON WEDDING CEREMONY 'A WAR CRIME': IRAN

Iran's foreign ministry spokesman Esmaeil Baghaei describes the ongoing conflict as an "unlawful war of choice". In a post on X, he shares footage of the aftermath of an alleged US strike on a house hosting a wedding ceremony - saying that "the truth of America's illegal war against Iran was revealed last night". In a further post, Baghaei adds that the video shows "the true face of the war crime". The Iranian Red Crescent has said four people -: including a child - were killed at a wedding celebration when shrapnel from a US missile hit a house in southern Iran. The US military has said it's aware of reports about the strike but it never targeted civilians. (BBC News Web Page: 02/09/26, FARUK)

PAKISTAN CONFIDENT US-IRAN TALKS WILL RESUME

Pakistan's foreign ministry says Islamabad is in touch with the US and Iran to end the conflict. The ministry's spokesperson, Tahir Andrabi, says Pakistan is confident Tehran and Washington will "return to the table for dialogue". Pakistan has emerged as a key mediator during the ongoing war. Citing his country's chief of defence forces visiting to Iran last month,Andrabi says the talks created "considerable momentum" on matters relating to the Strait of Hormuz. (BBC News Web Page: 02/09/26, FARUK)

FOUR KILLED IN US STRIKE ON WEDDING CEREMONY: IRANIAN RED CRESCENT

The Iranian Red Crescent Society (IRCS) says four people were killed in a US strike on a house in Sirik, where a wedding ceremony was taking place. Iranian media initially quoted the IRCS as saying that five people had been killed. The number has since been revised. Now, in an updated statement, the Red Crescent says a child was among the four killed and a further 50 people were injured. The IRCS says it dispatched its teams to the scene to provide aid. Most of those injured were women and children, they add.
(BBC News Web Page: 02/09/26, FARUK)

AMERICANS URGED TO STAY VIGILANT IN MIDDLE EAST

The US Embassy in Abu Dhabi and the US Consulate General in Dubai have warned of "the potential for unforeseen escalation" amid rising tensions in the Middle East. Americans in the region are being urged to "exercise heightened vigilance" and prepare for possible flight cancellations, airspace closures and other travel disruptions. The advisory also notes that US diplomatic facilities have previously been targeted, both in the Middle East and elsewhere. It warns that Iran and groups supportive of Iran may target other US interests overseas, including businesses and institutions associated with the US.
(BBC News Web Page: 02/09/26, FARUK)

IRAN SAYS TWO OIL TANKERS EXPLODED AFTER HITTING SEA MINES IN STRAIT OF HORMUZ

Two oil tankers have hit sea mines and exploded while trying to cross the Strait of Hormuz, Iran's Revolutionary Guard Corps (IRGC) says in a statement shared by state media Irna. The tankers went through the mine a few hours ago and are still burning, the IRGC says. It accuses the tankers of being told by the US to go through "an illegal route". US President Donald Trump has repeatedly said Washington is in control of the strait. The IRGC says its Navy had previously warned of the dangers of crossing the "mined passage".
(BBC News Web Page: 02/09/26, FARUK)

IRAN TARGETS US SITES IN JORDAN, KUWAIT, IRAQ AND BAHRAIN

Tehran has carried out missile and drone attacks on US targets in Jordan, Kuwait, Iraq and Bahrain after American forces resumed strikes on Iran on Tuesday. The Jordanian Armed Forces said it had intercepted 13 ballistic missiles, 10 of which were destroyed, while three fell in remote areas. There were no deaths or injuries. Separately, Kuwait said its air defences were responding to Iranian missile attacks early Wednesday. Several explosions were also reported in Bahrain, according to Iranian state media. And according to Iranian news agency Irna, the IRGC has reported striking US bases in Iraq's autonomous Kurdistan region, destroying a maintenance centre, warehouses and equipment.
(BBC News Web Page: 02/09/26, FARUK)

NEPAL INTENSIFIES RELIEF AND RECOVERY EFFORTS AFTER DEADLY FLOODS

Nepal is intensifying relief and recovery operations follow the catastrophic flash floods along the Nepal-Tibet border a week ago, the UN says, even as rescuers scramble to reach anyone who may be alive. For thousands, the priority is delivering aid, recovering loved ones , tracing missing relatives and reunifying separated children, the UN secretary-general's spokesman said. At least 1,130 people have died in Nepal and nearly 4,000 more are missing, according to Nepal's disaster agency. On the Tibetan side, the death toll is 16, with more than 500 people unaccounted for, Chinese state media report. Efforts are continuing to rescue workers, potentially in the hundreds, believed to be trapped in Nepalese hydropower tunnels. Nearly 12,000 people have since been rescued, according to Nepal's disaster management agency. But thousands more, including hundreds of foreign nationals - from India, the UK, Australia, the US, Malaysia and more - are still missing. A week on, fears are growing that the death toll will only rise. (BBC News Web Page: 02/09/26, FARUK)

::--::THE END::--::